Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Magh 25, 1430 Bangla, February 08, 2024, Thursday, No. 39, 54th year

H I G H L I G H T S

British PM Rishi Sunak writes to PM Sheikh Hasina, expressing his commitment to strengthen growing economic & security partnership between the two countries & support BD's graduation from LDC status. (VOA: 15)

Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina has commented that this year's election has been the most free, fair and impartial after '75. (R. Today: 20)

AL GS Obaidul Quader says, there is no room to show generosity in allowing new Rohingya entries into Bangladesh due to the ongoing conflict in Myanmar. (R. Tehran: 17)

After an emergency meeting with India's National Security Advisor Ajit Doval, Foreign Minister says, India-BD will work together to stabilize Myanmar border situation for the sake of regional security. (BBC : 09)

BNP leader Gayeshwar Chandra Roy raises question whether the Sheikh Hasina govt. has any role with the ongoing situation in Myanmar. Adds, govt. has made a concerted effort to divert attention of people. (BBC: 08; R. Today: 20)

Another 63 members of Myanmar's BGP have crossed into BD seeking refuge amid ongoing conflict between military & armed insurgents. With this, 327 security guards fled to BD from Myanmar. People of border area are in panic. (BBC : 06)

Many people think that it is necessary to put barbed wire on Myanmar - BD border like India to stop such incidents. But one Home Ministry official says govt. is not going to take any steps like putting barbed wire on the Myanmar border. (BBC : 06)

Bangladesh Bank is planning to merge the weak banks with strong banks to solve the problems of the banking sector. But before that the weak banks will have time to overcome the weakness. (DW: 18)

A Dhaka court has sentenced a Peruvian man to prison on charges of trafficking three kilograms of cocaine seized at a hotel in captal's Tejgaon area. (R. Today: 20)

Two bomb explosions have killed at least 22 people in Pakistan's Balochistan province on the eve of general elections, officials say. (BBC: 22)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ২৫, বাংলা ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ০৮, ২০২৪, বৃহস্পতিবার, নং- ৩৯, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা অংশীদারত্ব জোরদার করতে এবং স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে বাংলাদেশের উত্তরণে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। (ভোয়া : ১৫)

পঁচাত্তরের পরে এবারে সবচেয়ে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (রে. টুডে: ২০)

যেকোন অবস্থায়ই হোক না কেন বাংলাদেশে রোহিঙ্গা প্রবেশে উদারতা দেখানোর সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন। (রে. তেহরান: ১৭)

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে জরুরি বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থে মিয়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে ভারত-বাংলাদেশ একযোগে কাজ করবে। (বিবিসি: ০৯)

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরাতে নানা সময় যৌথভাবে অপচেষ্টা চালিয়েছে সরকার। মিয়ানমারের সেনা সদস্যদের বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া নতুন কোন ষড়যন্ত্র কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে। (বিবিসি: ০৮; রে. টুডে: ২০)

মিয়ানমার থেকে আরও ৬৩ জন বর্ডার গার্ড পুলিশ বা বিজিপি সদস্য পালিয়ে বাংলাদেশে এসেছে। এ নিয়ে মিয়ানমার থেকে ৩২৭ জন নিরাপত্তারক্ষী বাংলাদেশে পালিয়ে আসল। (বিবিসি: ০৬)

এ ধরনের ঘটনা বন্ধে ভারতের মতো বাংলাদেশ সরকারেও মিয়ানমার সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকে। কিন্তু মিয়ানমার সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার মতো কোন পদক্ষেপে সরকার আপাতত যাচ্ছে না বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা। (বিবিসি: ০৬)

ব্যাংক খাতের অসুখ সারাতে বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত (মার্জ) করার পরিকল্পনা করছে। তবে তার আগে দুর্বল ব্যাংকগুলো দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার সময় পাবে। (ডয়চে ভেলে : ১৮)

রাজধানীর তেজগাঁও এলাকার ওয়েস্টার্ন হোটেল থেকে তিন কেজি কোকেন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় পেরুর নাগরিক জাগাসেতা আল বারাডো জোয়ানার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দিয়েছেন আদালত। (রে. টুডে: ২০)

পাকিস্তানের কর্মকর্তারা জানিয়েছে, বেলুচিস্তান প্রদেশে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে দুটি বোমা বিস্ফোরণে অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছে। (বিবিসি: ২২)

বিবিসি

গুলি, মর্টার শেল আর বিস্ফোরণের শব্দ, সরেজমিনে মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত

সীমান্ত পরিস্থিতির খবর সংগ্রহ করতে এসে গাড়ি থেকে নেমেই আঁতকে উঠতে হলো গুলি আর মর্টার শেলের শব্দে। কিছুক্ষণ পরপর মিয়ানমার অংশে যখন একটানা গোলাগুলি আর মর্টার শেলের বিস্ফোরণ হচ্ছিলো, তখন দ্বিগবিদিক ছোটাছুটি করতে দেখা যায় বাংলাদেশ সীমান্তের মানুষজনকে। তাদের কেউ কাজ করছিলেন ফসলি জমিতে, কেউ গৃহস্থলির কাজ ছেড়ে একটু পরপর আশ্রয় নিচ্ছিলেন নিরাপদ ছাউনির খোঁজে। গোলাগুলি কমলে আতঙ্ক আর ভয় নিয়ে কাজে নামেন। কথা হয় উখিয়ার সীমান্তবর্তী পালংখালী ইউনিয়নের রহমতের বিল গ্রামের কৃষক শফিকুর রহমানের সাথে। তার জমি মিয়ানমারের ঢেঁকিবুনিয়া সীমান্তের কাছেই। গত তিন দিনে জমিতে যতবার কাজ করতে নেমেছেন, আতঙ্ক নিয়েই আবাদ করতে হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয় যে সকাল থেকে কাজেই নামতে পারেননি। গোলাগুলির শব্দ একটু কমতে থাকায় দুপুরের দিকে কাজে নামেন। মাত্র দশ মিনিট পরই ভয়াবহ গোলাগুলি শুরু হওয়ায় তিনি আর সাহস পাচ্ছিলেন না কাজে নামার। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ধানী জমিতে গুলি এসে পড়ছে। কখন যে কি হয়ে যায়, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু কাজ না করলে তো পেট চলবে না„। মঙ্গলবার ভোর রাতে মিয়ানমার সীমান্তবর্তী উখিয়ার পালংখালী ইউনিয়নের মানুষজনের ঘুম ভাঙ্গে তীব্র বিস্ফোরণ আর গুলির আওয়াজে। সকালে এলাকাটিতে গিয়ে দেখা যায় মানুষজনের চোখে মুখে আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তা।

তারা জানাচ্ছিলেন, প্রত্যেকের পরিবারেই আছে নারী ও শিশু। সবচেয়ে ভয়ে আছেন তারা। কারণ তাদের অনেকেই বলছিলেন কারো কারো বাড়ির টিনের চালে বুলেট এসে পড়েছে ভোরের পর থেকে। রহমতের বিল গ্রামের বখতিয়ার আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "আমার পরিবারে দুই বাচ্চা। গুলির শব্দে গত কয়েকদিন অনেক ভয় পাইছে। আজকে ভোরের পর ওদের কান্না বন্ধ হচ্ছে না। ফজরের আজানের পর আর কেউ ঘুমাতে পারি নাই।" তিনি জানান, এমন অবস্থায় সকালেই তিনি তার স্ত্রী ও বাচ্চাদের দিয়ে এসেছেন উখিয়া বাজারের কাছাকাছি এক স্বজনের বাসায়। যেহেতু বাড়িতে মালামাল ও গবাদিপশু রয়েছে তাই তিনি ফিরে এসেছেন বাড়িতে। এমন অবস্থায় বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন অনেকেই।

পালংখালীর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আলতাস আহমেদ বিবিসি কাছে পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলছিলেন, "সব কাজ কর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। মর্টার শেলের গোলা এসে পড়তেছে। গুলির খোসা এসে পড়তেছে। মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে মানুষের ঘরে রান্না বান্না পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে„। বিজিবির রামু জোনের সেক্টর কমান্ডার মেহেদী হাসান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এলাকার বাসিন্দারা যেন নিরাপদে থাকার চেষ্টা করেন। এই মুহূর্তে যদি প্রয়োজন না হয়, সীমান্তের কাছাকাছি না যাওয়াই ভালো„। মঙ্গলবার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে এলাকাগুলো গিয়েছিলেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারও। বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়া ও বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি বরাবর মিয়ানমার বর্ডারে তিনটি ক্যাম্প আছে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর। ঢেঁকিবনিয়া সীমান্তচৌকি থেকে বাংলাদেশের লোকালয় প্রায় ৮০০ মিটার দূরে। ঢেঁকিবনিয়া ও ঘুমধুমের মাঝখানে নাফ নদীর সরু একটি শাখা ও প্যারাবন রয়েছে। এ কারণে তুমব্রু রাইট ক্যাম্পে গোলাগুলির সময় বাংলাদেশের বসতঘরে গুলি ও মর্টার শেল এসে পড়েছে। এসব স্থানের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশিদের সাথে বিবিসি বাংলার কথা হয় মঙ্গলার। তারা জানাচ্ছিলেন, জান্তা বাহিনীর সাথে যুদ্ধে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর এই যুদ্ধ চলছে গত তিন মাস ধরে। গত সোমবার ৩৪ নম্বর পিলার রাইট ক্যাম্পটি দখলে নেয় বিদ্রোহী আরাকান আর্মি গ্রুপ। এরপর তারা সামনের দিকে আগাতে থাকে। মঙ্গলবার ভোরে ঢেকিবুনিয়া ক্যাম্প দখলের চেষ্টা করে আরাকান আর্মি। এরপরই সকাল থেকে ওপার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশ অংশে ঢুকে পড়ে অন্তত ১১৪ জন।

বিজিবি সদস্যরা জানান, যারা পালিয়ে আসছিলো তাদের মধ্যে বেশিরভাগই মিয়ারমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্য। অন্তত চারজন ছিলো মিয়ানমার সেনাবাহিনীর। এছাড়াও মিয়ানমার কাস্টমস কর্মকর্তাসহ ছিলেন নারী ও পুরুষ। মঙ্গলবার সকালে তারা সবাই রহমতের বিল সীমান্ত এলাকা থেকে পাড়ি দেয় বাংলাদেশে। তারা বাংলাদেশে পালিয়ে আসার পর তাদেরকে নিয়ে আসা হয় স্থানীয় রহমতের বিল প্রাথমিক বিদ্যালয় স্কুলে। সেখানে দেখা যাচ্ছিলো, তাদের কাছ থেকে শুরুতেই অস্ত্রগুলো জব্দ করে বিবিজির সদস্যরা। তাদের কাছে থাকা মোবাইল মানিব্যাগসহ সব কিছুই রাখা হয় বিজিবি হেফাজতে। পরে একে একে সবার পরিচয় নিশ্চিত করে রাখা হয় ঐ স্কুলেই। বিজিবির রামু সেক্টরের কমান্ডার মেহেদি হাসান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইন রয়েছে সেই অনুযায়ী তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। ভাষাগত সমস্যার কারণে তাদের সব পরিচয় নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না„। বিজিবির সদস্যরা তাদেরকে বিস্কুট ও পানি সরবরাহ করছিলেন মাঝে মাঝে। যারা এখানে এসেছিলেন তাদের মধ্যে দুই থেকে তিনজন শিশু ও কয়েকজন নারীকেও দেখা যায়। স্থানীয় ওয়ার্ড মেম্বার আলতাস আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "কারো কারো গায়ে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পোশাক। আবার কারো কারো পোশাক আশাক দেখে মনে

হচ্ছিলো তারা সাধারণ সীমান্ত পারের বাসিন্দা। তারা ভয়ে পালিয়ে এসেছে„। পালংখালীর রহমতের বিলের পাশেই নলবুনিয়া গ্রাম। মঙ্গলবার সকালে সীমান্ত লাগোয়া এই গ্রামের ভেতর থেকে কয়েকজনকে অস্ত্রসহ বাংলাদেশে ঢুকতে দেখেন নলবুনিয়া গ্রামের বাসিন্দারা।

নলবুনিয়ার বাসিন্দারা তাদের বাধা দিলে হামলা করে সশস্ত্র ঐ গ্রুপটি। যেখানে ১২ থেকে ১৪ জন। এসময় তারা হামলা চালায় গ্রামবাসীদের ওপর। এতে সাতজন আহত হওয়ার কথা বলছেন গ্রামবাসী। ঐ গ্রামের পয়ত্রিশোর্ধ শফিকুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আহত সাতজনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমরা যতটুকু জানি তারা সবাই মুসলমান এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য„। মি. ইসলাম বলছিলেন, যারা গোলা বারুদ নিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, এই গোলাবারুদগুলো প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে নেয়া উচিত। তা না হলে এই এলাকায় আতঙ্ক আরো বাড়বে। সীমান্তের দক্ষিণ ঢেকিবুনিয়ার বাংলাদেশ অংশের আঞ্জুমানপাড়া এলাকার দিকে আমরা যাই বিকেল তিনটার দিকে। তখন এই সীমানা দিয়ে বাংলাদেশ অংশে ঢুকে পড়ে আরেকটি গ্রুপ। যাদের সবাই ছিলো মিয়ানমার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সদস্য। তারা এই অঞ্চল দিয়ে যখন প্রবেশ করে তখন এলাকায় বিজিবি সদস্যদের উপস্থিতি ছিলো তুলনামুলক কম। পরে পালংখালীর সীমান্ত ক্যাম্প থেকে বিজিবি সদস্যরা এসে মোট ৩৫ জনের মতো মিয়ানমার সীমান্ত বাহিনীর সদস্যকে আটক করে পাঠিয়ে দেয় ঘুমধুম ক্যাম্পে। তখন সীমান্ত এলাকায় গিয়ে আমরা দেখতে পাই সীমান্তের ওপারে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিচ্ছে সশস্ত্র বিদ্রোহী গ্রুপগুলো। আঞ্জুমানপাড়ার বাসিন্দারা জানাচ্ছিলেন এই গোষ্ঠীই মুলত আরাকান আর্মি। যাদের সবাইকে ভারি অস্ত্র বহন করতে দেখা যায় সীমান্তের বাংলাদেশ অংশ থেকেই।

সীমান্তের বর্ডার লাইনে বিজিবির স্বাভাবিক যে পাহারা থাকে সেটি আরও জোরদার করার কথা বলা হলেও, মঙ্গলবার সীমান্তে গিয়ে তেমন কড়াকড়ি চোখে পড়েনি। বরং বিজিবির সদস্যরা সীমান্ত থেকে একটু ভেতরের দিকে অবস্থান নিয়ে ছিলেন। সোমবার ঘুমধুমে বাংলাদেশের ভেতরে দুইজনের মৃত্যুর পর আতঙ্কে বাড়িঘড় ছেড়েছেন অনেকে। মঙ্গলবার ঘুমধুম সীমান্তে গোলাগুলি শব্দ কম পাওয়া গেলেও, যুদ্ধ পরিস্থিতি বেশি খারাপ ছিলো ঢেকিবুনিয়া সীমান্তে। কিছুক্ষণ পরপর ছোট ছোট টিলা ধরে মাথা লুকিয়ে খালি গায়ে যাচ্ছিলেন অনেকেই। স্থানীয় আঞ্জুমানপাড়ার বাসিন্দারা বিবিসিকে বলেন, যারা পালিয়ে যাচ্ছেন তারা তাদের গায়ের জামা খুলে পালাচ্ছিলেন কারণ যাতে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো তাদের সহজে শনাক্ত করতে না পারে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৪ রিহাব)

মিয়ানমারের সেনা ও সীমান্তরক্ষীদের কবে, কীভাবে ফেরত পাঠাবে বাংলাদেশ?

মিয়ানমারে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে জান্তা সরকারের চলমান সংঘর্ষের মধ্যে দেশটির সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কয়েক শ, সদস্য বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। মানবিক দিক বিবেচনায় আপাতত আশ্রয় দেওয়া হলেও শিগগিরই তাদেরকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের সরকার। কিন্তু তাদেরকে ফেরত পাঠাতে ঠিক কতদিন লাগতে পারে, সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে এখনো কিছু জানানো হয়নি। আশ্রয় নেওয়া সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের ফেরত পাঠাতে সরকার ইতিমধ্যেই মিয়ানমারের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তবে সব ধরনের প্রক্রিয়া শেষ করে তাদেরকে ফেরত পাঠাতে বেশ কিছু দিন সময় লেগে যেতে পারে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সূত্রে জানতে পেরেছে বিবিসি বাংলা। গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্ত এবং কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের ভেতরে দেশটির সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির ব্যাপক গোলাগুলি ও সংঘর্ষ চলছে। বিদ্রোহীদের তীব্র হামলার মুখে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির তুমব্রু সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে দফায় দফায় প্রবেশ করতে দেখা যাচ্ছে মিয়ানমারের সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের। গত তিন দিনে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আড়াইশ' জনের বেশি মানুষ বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এদের মধ্যে দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যই রয়েছেন দুইশ জনের বেশি। এছাড়া সেনা সদস্য, শুল্ক কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তারাও পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদেরকে এখন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) হেফাজতে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের সরকার। একটি দেশের নাগরিক বিনা অনুমতিতে অন্য আরেকটি দেশের সীমানায় ঢুকে পড়লে সেটিকে `অনুপ্রবেশ, হিসেবেই ধরা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অনেক সময় আটক করে তাদেরকে বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে দেখা যায়। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতি বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রাণে বাঁচতে একটি দেশের নাগরিক অন্য দেশের সরকারের কাছে সাময়িকভাবে আশ্রয় চাইলে, সেটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। "মানবিক দিক বিবেচনায় প্রাথমিকভাবে তাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। তবে নিরাপদ উপায়ে কীভাবে তাকে আবার দ্রুত ফেরত পাঠানো যায়, সেটিও একইসাথে বিবেচনা করা হয়„, বিবিসি বাংলাকে বলেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন। এক্ষেত্রে আশ্রয়দাতা দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আশ্রয় গ্রহীতার দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনা জানানো হয়। এরপর দু,দেশের সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই ফেরত পাঠানো হয়।

এর আগে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। পরবর্তীতে তাদের ফেরত পাঠাতে দু'দেশের মধ্যে প্রত্যাবাসন চুক্তিও হয়েছে। কিন্তু নিজ দেশে ফিরতে নিরাপদবোধ না করায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কাউকেই গত ছয় বছরে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়নি। "প্রাণে বাঁচতেই যেহেতু তারা আশ্রয় চেয়েছেন, সেহেতু ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রেও আশ্রয়গ্রহীতার নিরাপত্তার বিষয়টিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. হোসেন। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা আশ্রয় নিলেও মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের আশ্রয় নেওয়ার এমন ঘটনা বাংলাদেশে আগে কখনো দেখা যায়নি। "বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এবারই প্রথম। কাজেই সরকার কীভাবে এবং কত দ্রুততার সাথে নিরাপদে তাদেরকে ফেরত পাঠাতে পারে, সেটিই এখন দেখার বিষয়„ বিবিসি বাংলাকে বলেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন।

এক্ষেত্রে কোন ধরনের চুক্তি ছাড়াই কেবল পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আশ্রয়গ্রহীতাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো যায় বলেও জানিয়েছেন তিনি। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতা দখলের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর হামলার শিকার হয়েছে মিয়ানমারের জান্তা সরকার। কিন্তু গত অক্টোবরে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো একযোগে আক্রমণ শুরু করে। যতই দিন যাচ্ছে, ততই তাদের আক্রমণ তীব্রতর হচ্ছে। এতে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে জান্তা সরকার। জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে সামরিক টহল চৌকি, অস্ত্রাগার ও বেশ কিছু শহরের নিয়ন্ত্রণ ইতিমধ্যেই বিদ্রোহীদের হাতে চলে গেছে বলে জানা যাচ্ছে। এ অবস্থায় প্রাণে বাঁচতে মিয়ানমারের সৈন্য ও সীমান্তরক্ষীরা প্রায়ই প্রতিবেশী চীন, ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে ঢুকে পড়ছেন। বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির ধাওয়া খেয়ে গত ২৯ ডিসেম্বর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরামে পালিয়ে আসেন মিয়ানমারের প্রায় দেড়শ, সৈন্য। এরপর ভারত সরকারের তৎপরতায় চার দিনের মাথায় তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় মিয়ানমার।

ভারতের গণমাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে, গত দোসরা জানুয়ারি মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর দু'টি বিশেষ বিমান এসে মিজোরামের রাজধানী আইজলে অবতরণ করে। বিমান দু'টিতে করেই সৈন্যদের সবাইকে নিজ দেশে ফেরত নিয়ে যায় মিয়ানমার। এর কিছুদিন আগে আশ্রয় নেওয়া আরও একটি দলকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর দু'টি হেলিকপ্টারে করে মনিপুরের মোরে সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়। গত নভেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত কয়েক দফায় প্রায় ছয়শ, জন সেনা সদস্য ভারতের মিজোরাম প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার। প্রতিবারই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই আবারও নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে দেশটির সরকার। এছাড়া আগামীতে মিয়ানমারের কোন নাগরিক যেন বিনা অনুমতিতে ভারতে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে মোদী সরকার। "মিয়ানমারের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত উন্মুক্ত। নরেন্দ্র মোদী সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই সীমান্তকে সুরক্ষিত করতে হবে। আর সেইজন্যই মিয়ানমারের সঙ্গে পুরো সীমান্তেই বেড়া তৈরি করা হবে, যেরকমটা রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তে" সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমকে বলেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

মিয়ানমার আর ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ বিনা ভিসায় একে অন্যের দেশে যাতায়াত করতে পারেন যে ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম বা এফএমআর অনুযায়ী, সেটাও আপাতত বন্ধ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মি. শাহ। ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম (এফএমআর) অনুযায়ী সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষ সীমান্তের দু'দিকে ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় বিনা ভিসায় চলাচল করতে পারেন। তবে তার জন্য দুই দেশের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে আর অন্য দেশে গিয়ে সর্বোচ্চ ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকা যায়। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে মিয়ানমার সরকারের সাথে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন সাংবাদিকদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। "তাদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে আলাপ চলছে এবং নৌপথে নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে„ মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন মি. মাহমুদ। নৌপথে ফেরত পাঠানোর প্রস্তাবটি মূলত: মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা। "সরকার প্রস্তাবটি ভেবে দেখছে। কীভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় তাদেরকে নিরাপদে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো যায়, সে চেষ্টাই করা হচ্ছে„ বিবিসি বাংলাকে বলেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা। রাখাইন রাজ্যের অনেক স্থানে আরাকান আর্মির সঙ্গে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সংঘাত অব্যাহত থাকলেও মংডু শহর এখন পর্যন্ত নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে জান্তা সরকার। কাজেই সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদেরকে নৌপথে মংডু নিয়ে ফেরত পাঠানো হতে পারে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। বিদ্রোহীদের হামলার মুখে সম্প্রতি মিয়ানমারের সেনা ও সীমান্ত নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর অনেক সদস্য বেশ কয়েক দফায় ভারতেও আশ্রয় নিয়েছিল। তবে প্রতিবারই তাদেরকে সপ্তাহেরও কম সময়ের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

গত তিনদিনে বাংলাদেশে যারা আশ্রয় নিয়েছেন, তাদেরকে কবে নাগাদ ফেরত পাঠানো হতে পারে? "এখানে প্রক্রিয়াগত বেশকিছু বিষয় আছে। কাজ শুরু হয়েছে, সময় লাগবে", বিবিসি বাংলাকে বলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওই

কর্মকর্তা। "তবে ঠিক কতদিনের মধ্যে তাদের ফেরত পাঠানো যাবে, সেটি এখনই নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়„ বলেন তিনি। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের আড়াইশ, কিলোমিটারেরও বেশি লম্বা সীমান্ত রয়েছে। এই সীমান্তের পুরোটাই উন্মুক্ত। ফলে ওই সীমান্ত দিয়েই প্রায়ই মিয়ানমারের নাগরিকদের বাংলাদেশে ঢুকে পড়ার খবর পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঢুকতে দেখা গেছে ২০১৭ সালে। সহিংসতার জেরে সেসময় কক্সবাজার ও বান্দরবান সীমান্ত দিয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। বর্তমানে দশ লাখেও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে অবস্থান করছে। কয়েক দফায় আলোচনার পরও তাদের একজনকেও দেশে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি। এর মধ্যেই আবারও মিয়ানমারের নাগরিকদের বাংলাদেশে ঢুকে পড়তে দেখা যাচ্ছে।

এ ধরনের ঘটনা বন্ধে ভারতের মতো বাংলাদেশ সরকারেও মিয়ানমার সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকে। কিন্তু মিয়ানমার সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার মতো কোন পদক্ষেপে সরকার আপাতত যাচ্ছে না বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা। তবে সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার বিষয়ে বিজিবিকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে সম্প্রতি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। এদিকে, সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) নবনিযুক্ত মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। "আমরা ধৈর্য ধারণ করে মানবিক দিক থেকে এবং আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করছি„ মঙ্গলবার সাংবাদিদের বলেন মি. সিদ্দিকী। তবে কোনো অবস্থাতেই রোহিঙ্গাদের আর বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বিজিবি মহাপরিচালক। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৭.০২.২০২৪ রিহাব)

আরও ৬৩ বিজিপি বাংলাদেশে, মিয়ানমার সীমান্তে যে চিত্র দেখা যাচ্ছে

মিয়ানমার থেকে বুধবার আরও ৬৩ জন বর্ডার গার্ড পুলিশ বা বিজিপি সদস্য পালিয়ে বাংলাদেশে এসেছে। এ নিয়ে মিয়ানমার থেকে ৩২৭ জন নিরাপত্তারক্ষী বাংলাদেশে পালিয়ে আসল। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির রামু জোনের সেক্ট কমান্ডার মেহেদি হাসান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সম্প্রতি আরাকান আর্মি ও অন্য সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সাথে মিয়ানমারের বাহিনীর লড়াই তীব্র হয়ে ওঠার পর সেদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর অনেকেই পালিয়ে ভারতে ও বাংলাদেশে যাচ্ছে। গত তিনদিন বাংলাদেশে তিন শতাধিক সীমান্তরক্ষী পালিয়ে এসেছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী মন্তব্য করেছেন, মানবিক কারণে ও আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার খাতিরে গত তিন দিনে আড়াইশোর বেশি মিয়ানমার নাগরিককে বাংলাদেশ আশ্রয় দিয়েছে। মিয়ানমার থেকে প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা ব্যক্তিদের বিষয়ে বিজিবি মহাপরিচালক বলেছেন, "মানবিক কারণে, আন্তর্জাতিক রীতির কারণে ও সুসম্পর্ক রাখার কারণে আমরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি।"

মিয়ানমারে জান্তা সরকারের সেনা সদস্যদের সঙ্গে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর চলমান সংঘর্ষের মাঝে বুধবার তিনি সীমান্তবর্তী বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির তুমব্রু ও ঘুমধুম এলাকা পরিদর্শন করেন। এরপর বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। বুধবার বিকেল তিনটা নাগাদ ঘুমধুম ইউনিয়নের তুমব্রু গ্রাম থেকে বিবিসি সংবাদদাতা মুকিমুল আহসান জানান, বর্তমানে সীমান্তে গোলাগুলি হচ্ছে না। কিন্তু তারপরও স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক কাজ করছে এবং অনেক গ্রামবাসী বাড়িঘর ছেড়েছে। সাধারণত ঘুমধূমের বাজার অত্যন্ত জনাকীর্ণ থাকলেও এখন অনেকটা ফাঁকা। মুকিমুল আহসান জানাচ্ছেন, "এখন পর্যন্ত এই গ্রামের অন্তত ১০টা বাড়িতে গেছি আমরা। একেকটা বাড়িতে দুই থেকে তিনটা করে ঘর। কিন্তু সেই ঘরগুলো এখন জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে আছে। কোনও কোনও বাড়িতে দুই একটা গবাদি পশু ও সেই বাড়ির পুরুষ সদস্যদের দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেটার সংখ্যাও খুবই কম। তাদের সাথে কথা বলে জেনেছি, দিনের বেলা কেউ বাড়িতে থাকছে না।„ বিবিসি সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, "এপাশ থেকে মনে হচ্ছে, ওপারের ক্যাম্পগুলো মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী দখল করে নিয়েছে। সেজন্যই সীমান্তের ওপাশে গোলাগুলি হচ্ছে না এবং সবকিছু অনেকটাই শান্ত।„

ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আজিজের বরাত দিয়ে তিনি আরও জানান যে সীমান্তের ওপাশে গোলাগুলি বন্ধ হওয়ায় বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই একটা পরিবার বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে। "চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, আজকে সকালের পর থেকে কেউ কেউ আশ্রয়কেন্দ্র থেকে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। অনেকে আবার নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে চলে যাচ্ছে।„ তবে ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আশ্রয়কেন্দ্র থেকে কোনও কোনও পরিবার বাড়ি ফিরে আসছে, তার কারণ হলো আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে থাকার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা বা সুযোগ নেই। এছাড়া, সীমান্তের অস্থিরতার জন্য যে পাঁচটি স্কুল বন্ধ করা হয়েছিলো সেগুলো বন্ধই আছে। মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় আরাকান আর্মিসহ অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর চলমান লড়াইয়ের কারণে যেন কারও কোনও ক্ষতি না হয়, সেজন্য বিজিবি মহাপরিচালক স্থানীয় জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "এটা একেবারে বর্ডার সংলগ্ন। আমাদের সাধারণ জনসাধারণের জন্য এই জায়গাটুকু আসলে নিরাপদ নয়। বিশেষ করে যখন গোলাগুলি শুরু হয়, সেই সময়টুকুতে তো একেবারেই নয়।„ তাই, নিজেদের

নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে বাড়ি ছাড়ারও পরামর্শ দেন তিনি। "এটা স্বাভাবিক যে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকাটা আদৌ সুখকর কিছু না। তবে এই ধরনের পরিস্থিতিতে জীবন রক্ষার্থে কিছুটা তো করতেই হবে,„ যোগ করেন তিনি।

জানা গেছে, গোলাগুলির ভয়ে ইতোমধ্যে ঘুমধুম এলাকার অনেক বাসিন্দা স্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন। আরাকান আর্মিসহ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর হামলা জোরদার হওয়ার পর গত তিনদিন ধরে মিয়ারমার থেকে পালিয়ে আসছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা। এ পর্যন্ত মোট ৩২৭ জন মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ-বিজিপি,র সদস্যকে আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে বুধবার আসা ৬৩ জন বিজিপি সদস্য রয়েছে। বিজিপি সদস্যের বাইরেও আশ্রয় নেয়াদের মাঝে দুইজন নারী ও দুইজন শিশুও রয়েছে। এদের সবাইকে ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ে রাখা হয়েছে। তবে বিজিপি সদস্যদেরকে আশ্রয় দেয়ার আগে তাদেরকে নিরস্ত্র করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবি। গত ছয়ই ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ মঙ্গলবার মিয়ানমার সেনা সদস্যদের সঙ্গে ওখানকার বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর চলমান সংঘর্ষ থেকে প্রাণে বাঁচতে দেশটির মোট ১১৪ জন নাগরিক বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছিলেন। তবে, তাদের মাঝে ১১০ জনই হলেন বিজিপি সদস্য।

মিয়ানমারের বিজিপি সদস্যরা বাংলাদেশে প্রবেশ করা শুরু করে গত চৌঠা ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে। ঐদিন তারা বিদ্রোহীদের তীব্র হামলার মুখে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির তুমব্রু সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে শুরু করেন। এরপর থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এদিকে, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্তের ওপারে তীব্র সংঘর্ষের মধ্যে সেখানে চাকমা সম্প্রদায়ের প্রায় চারশো জন এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কিছু লোক জড়ো হয়েছে বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন কক্সবাজারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) মো. মিজানুর রহমান। এ অবস্থায় ঐ চাকমা-রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা করা হচ্ছে। বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ-বিজিবি জানিয়েছে, চলমান এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। যারা মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসাদের নিরাপত্তা, খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে বিজিবি। এছাড়া, এদের মাঝে যারা আহত অবস্থায় আছে, তাদেরকে চিকিৎসাও দেয়া হচ্ছে।

বিজিবি মহাপরিচালক জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে মোট আটজন মিয়ানমার নাগরিক আহত আছে। "তাদের চারজন কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে আছে। বাকী চারজনের জীবন বাঁচানোর জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে। গত দুইদিনের তুলনায় আজ গোলাগুলির পরিমাণ একটু কম। এটা যদি আবার বাড়ে, তাহলে এটা কিভাবে কমানো যায়, সেটা আমরা নিশ্চিত করার চেষ্টা করবো,„ যোগ করেন তিনি।

গত পাঁচই ফেব্রুয়ারি মিয়ানমার থেকে ছোড়া মর্টারশেলের আঘাতে বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার জলপাইতলী সীমান্তে বাংলাদেশি এক নারী এবং একজন রোহিঙ্গা নিহত হন। এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, "এর আগে বিভিন্ন গোলাবারুদ, মর্টারশেল আমাদের অভ্যন্তরে এসে পড়েছে। একজন রোহিঙ্গাসহ একজন মহিলা আগে মর্টারশেলের আঘাতে মারা গেছে। আমরা আর কোনও মৃত্যু চাই না। আমরা এই পরিস্থিতির আশু সমাধান চাই,„ বলেন মহাপরিচালক। তিনি জানিয়েছেন, সীমান্তে চলমান অস্থিরতার মাঝে বিজিবিকে ধৈর্য্য ধারণ করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিজিবিকে প্রয়োজনীয় সব নির্দেশনা দিয়েছেন। মিয়ানমারের নিজেদের গোলযোগের কারণে বাংলাদেশে মৃত্যুর ঘটনায় গতকাল, অর্থাৎ মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত অং কিউ মোয়েকে তলব করে প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ। সেটিকে মনে করিয়ে দিয়ে এদিন মি. সিদ্দিকী বলেন, "গতকাল মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে কঠিনভাবে বার্তা দেয়া হয়েছে। এটার জন্য তাদেরকে আমরা প্রতিবাদলিপি দিয়েছি...যাতে কোনও ধরনের গোলাগুলি আমাদের বর্ডারের ভেতরে না আসে।„ এরপর থেকে মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাঝে যোগাযোগ হচ্ছে বলে নিশ্চিত করেন বিজিবি মহাপরিচালক মি. সিদ্দিকী। "আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে মায়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ হয়েছে। উভয় মন্ত্রণালয়ের মাঝে পত্রালাপ চলছে। যারা আশ্রয় নিতে এসেছে, তাদেরকে তারা নিয়ে যেতে প্রস্তুত।„ তিনি বলেন, মিয়ানমারকে দ্রুত তার নাগরিকদেরকে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মিয়ানমার অনুবিভাগের মহাপরিচালক মিয়া মুহাম্মদ মাইনুল কবির মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে প্রতিবাদলিপিটি পেশ করেছিলেন। সীমান্তে চলমান অস্থিরতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতের কাছে বাংলাদেশের নিজস্ব সীমানায় গোলা নিক্ষেপের ব্যাখ্যা চেয়েছে বাংলাদেশ। পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ তার দপ্তরে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, "পালিয়ে আসা বিজিপি সদস্যসহ অন্যান্যদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে।„

তিনি বলেন, "মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ আছে। মিয়ানমারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তারা তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তাদের

সীমান্তরক্ষীদেরও ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।" তার আগের দিন, অর্থাৎ সোমবার আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জাতীয় সংসদে বলেছিলেন, "মিয়ানমার সীমান্তের পরিস্থিতি খুবই নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বাংলাদেশ। একইসঙ্গে সীমান্তে সশস্ত্র বাহিনীকে ধৈর্য ধরতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৭.০২.২০২৪ রিহাব)

মিয়ানমার ইস্যুর সঙ্গে হাসিনা সরকারের সম্পর্ক আছে কি না, প্রশ্ন বিএনপি-র

বাংলাদেশের বিরোধী দল বিএনপি আজ (বুধবার) একটি সংবাদ সম্মেলনে মিয়ানমারের চলমান পরিস্থিতির সাথে ঢাকার শেখ হাসিনা সরকারের কোনও সম্পর্ক আছে কি না, এমন প্রশ্ন তুলেছে। দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, "কী ঘটতে যাচ্ছে, এর অন্তরালে কী আছে? এর সাথে যারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে, তার সাথে সরকারের কোনও গোপন সম্পর্ক আছে কি? যদি না থাকে তবে নিশ্চয়ই সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জনগণের কাছে দৃশ্যমান করবে। কারন মিয়ানমারের মতো দেশ এই শক্তি ও সাহস ইতিপূর্বে কোনও দিন পায় নাই, আজকে কেন পায়?„

বুধবার গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ওই সংবাদ সম্মেলনে মিয়ানমার ইস্যুতে সরকারের পদক্ষেপ যথাযথ কি না, এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়কে। তিনি বলেন, "এক দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরম্ভ করে প্রতিনিয়ত বিজিবি সদস্য, দেশের জনগণকে হত্যা করছে, অন্যদিকে পূর্ব দিক থেকে মিয়ানমারের গুলি, কয়েকজন আহত ও নিহত হয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে সেনা পলায়ন ও বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ, এটা নিয়ে আমাদের শুধু নয় আপনাদেরকেও ভাবতে হবে„, মন্তব্য করেন মি. রায়।

এর আগে মঙ্গলবার, মিয়ানমার ইস্যুতে সরকারের 'নতজানু নীতি'র কারণে সীমান্ত অরক্ষিত রয়েছে - বিএনপি নেতাদের এমন মন্তব্যকে 'হাস্যকর' বলে দাবি করেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। তিনি বলেছিলেন, "বাংলাদেশ সরকারের নীতির কারণে আরাকান আর্মি আর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর যুদ্ধ হচ্ছে এগুলো পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়।" এদিকে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে চলমান সংঘর্ষে সে দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ বা বিজিপির এখনও পর্যন্ত দুইশ,র বেশি সদস্য পালিয়ে বাংলাদেশে এসেছে। সে দেশের চলমান সংঘর্ষে মর্টার শেল ছোঁড়ার ঘটনায় বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় দুইজন মানুষ নিহত হয়েছে। কয়েকজন আহতও হয়েছে। গত ৭ই জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচন বর্জন করেছিলো বিএনপি। তবে, নির্বাচনের একমাস পর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির দাবি, রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ সরকার। বিএনপি নেতাদের কথায়, "বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষ মুক্তি চায়।" দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, "এ নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা বা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ছিলো না। এটি ছিলো জাতির সঙ্গে সহিংস প্রতারণা। যার উদ্দেশ্য অবৈধভাবে, অনৈতিকভাবে ও অসাংবিধানিকভাবে শেখ হাসিনা সরকারের ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা।„

২০১৪ ও ২০১৮ সালের আলোকে এবারের নির্বাচনও 'ডামি নির্বাচন' হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিএনপির এই নেতা। জনগণের ভোটাধিকার পুন:প্রতিষ্ঠা করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, "নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নিশ্চিত করে শান্তিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে বিএনপি আবারও একটি নির্বাচিত ও জবাবদিহিতামূলক সরকার স্থাপন করবে„। তবে বিএনপির বর্তমান আন্দোলন কোথায়, এমন প্রশ্নে মি. রায় বলেন, "আমরা চলমান আন্দোলনে আছি, আন্দোলনের গতিবিধি একেক সময়ে একেক দিকে রূপ নেয়। নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি!„

মিয়ানমার ইস্যুতে সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিএনপির এই নেতা দেশের মানুষকে প্রতিবাদী হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, "দেশের মানুষকে প্রতিবাদী হতে হবে, যদি কোন ষড়যন্ত্র থাকে অথবা যদি নাও থাকে আমরা যেভাবে চারিদিক থেকে অ্যাটাক হচ্ছি, এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। এই ব্যর্থ সরকার নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যত্র সরানোর জন্য সরকার ইতিপূর্বেও একের পর এক ইস্যু তৈরি করেছে। এই ইস্যু এককভাবে করছে, নাকি যৌথভাবে করছে? যেভাবে সরকারে আসছে ...„ বলে মন্তব্য করেন মি. রায়। এসব ঘটনার সাথে সরকারের কোন সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কি না, এমনও প্রশ্ন তোলেন মি. রায়। নতুবা সরকারকে 'যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনগণের কাছে দৃশ্যমান করার' আহবান জানান। মিয়ানমার ইস্যুতে বিএনপি নেতাদের করা মন্তব্য 'আবোল তাবোল উক্তি' ছাড়া কিছু নয় বলে মঙ্গলবার সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, "বিএনপির নির্বাচনে না আসা, আন্দোলনে ব্যর্থতা সব মিলিয়ে তাদের মধ্যে অনেক হতাশা। এসব হতাশা থেকে তারা আবোল তাবোল উক্তি দিচ্ছে।" `সরকারের বিরোধিতা করে কিছু না কিছু বলতে হবে। সেক্ষেত্রে সরকারের খারাপটাই বলতে হবে। এগুলোর কোনও বাস্তবতা নেই, এগুলো নিয়ে কোন মাথাব্যথাও নেই", জানিয়েছিলেন মি. কাদের।

এরই মধ্যে মঙ্গলবারই বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমার থেকে ছোঁড়া মর্টার শেলের আঘাতে বাংলাদেশী এক নারী-সহ দুইজন নিহত হওয়ার ঘটনায় ঢাকায় মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত অং কিউ মোয়েকে ডেকে প্রতিবাদ জানায়। সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি নেতার অভিযোগ, "আওয়ামী লীগ সরকার নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় অবৈধ অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক সুবিধা

দিয়ে ভারত, চীন ও রাশিয়ার সমর্থন আদায় করেছে।" এদিকে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ ২৫ হাজারেরও বেশি নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং কারাগারে ১১ জন কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় বিএনপির এই সংবাদ সম্মেলনে।

গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, "ক্ষমতার মোহে অন্ধ আওয়ামী লীগ দানবীয় অপশক্তিতে পরিণত হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনকে ঘৃণ্য রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ধারণ করেছে।" নির্বাচনের আগে একটানা আন্দোলন করেছে বিএনপি। টানা কর্মসূচির শুরুটা ছিল ২০২৩ সালের অগাস্টে। শুরুতে বিক্ষোভ, মানববন্ধন, বিভাগীয় সমাবেশ। তারপর এলো রোডমার্চ। নির্বাচনের আগের দুই মাসে কখনো হরতাল, কখনো অবরোধ। কখনো হরতাল-অবরোধ দুটোই। নির্বাচনের আগে সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত বিএনপি অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচিও আহবান করেছিলো। সে সময় জনগণকে সরকারকে কর-খাজনা না দেওয়া, দলীয় কর্মীদের আদালত বর্জনের আহবান জানানো হয়েছিল। বিএনপি-পন্থী আইনজীবীরা আদালত বর্জন কর্মসূচিও পালন করেছিলেন। যদিও ঘোষিত এসব কর্মসূচি নিয়ে বিএনপির মধ্যেই ছিল বিস্ময়। ২৮শে অক্টোবর বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ভাঙচুরের মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর-সহ শীর্ষস্থানীয় বেশ কয়েকজন নেতা এখনো জামিন পাননি। কিন্তু নির্বাচনের পরে নতুন করে আর বড় কোনও কর্মসূচি নেই দলটির। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৪ রিহাব)

মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লিতে অজিত ডোভালের সঙ্গে হাছান মাহমুদের বৈঠক

ভারত সফররত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ (বুধবার) সকালে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন। মিয়ানমারের সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। বৈঠকের শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, "আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থে মিয়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে ভারত-বাংলাদেশ একযোগে কাজ করবে। এ বিষয়ে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। পরে বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি ঠিক করা হবে,,, আরও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েরই প্রতিবেশী দেশ হল মিয়ানমার। তবে গত বেশ কিছুদিন ধরে মিয়ানমারের চীন ও রাখাইন প্রদেশে সে দেশের সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে তীব্র সংঘাত চলছে, তার পরিণাম ভুগতে হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশ, দুই দেশকেই। সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের সংকটের চরিত্রও অনেকটা একই ধরনের। গত এক সপ্তাহের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ – দুই দেশেই মিয়ানমারের সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর শত শত সদস্য পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ভারতের মিয়ানমার-লাগোয়া মিজোরাম সীমান্তে ও বাংলাদেশের মিয়ানমার সংলগ্ন টেকনাফ অঞ্চলেও এই সংঘাতের আঁচ এসে পড়ছে। মিয়ানমার থেকে ছোঁড়া মর্টার শেলের আঘাতে বাংলাদেশের ভেতরে একাধিক প্রাণহানিও হয়েছে। এই পটভূমিতে দিল্লিতে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে এদিনের বৈঠককে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই ধারণা করা হচ্ছে। মিয়ানমারের সীমান্তের সংকট সামলাতে এই দুই দেশই যে একটি `সুসমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, বা `কোঅর্ডিনেটেড অ্যাকশন প্ল্যান, নিয়ে এগোতে চায়, দিল্লিতে শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তারাও সে রকমই ইঙ্গিত দিয়েছেন। মিয়ানমার থেকে আসা সে দেশের সেনা সদস্য ও সীমান্তরক্ষীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজ দেশে ফেরত যেতে হবে, ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই ইতিমধ্যে তাদের সেই অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে।

এখন দিল্লিতে অজিত ডোভাল ও হাছান মাহমুদের মধ্যে বৈঠকের পর ধারণা করা হচ্ছে, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রেও ভারত ও বাংলাদেশ একযোগে চেষ্টা চালাবে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের ভারত সফরের কর্মসূচি যখন চূড়ান্ত করা হয়, তখন কিন্তু সেখানে অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কোনও কথা ছিল না। কিন্তু মিয়ানমার সীমান্তে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল ও সংকটাপন্ন হয়ে ওঠাতেই তড়িঘড়ি এই বৈঠকটির আয়োজন করা হয় বলে বিবিসি বাংলা জানতে পেরেছে। বস্তুত গত রবিবারেও (৪ঠা ফেব্রুয়ারি) অজিত ডোভাল সম্পূর্ণ অনির্ধারিত এক সফরে বেশ আচমকাই ঢাকায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ওই সফরে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-সহ বাংলাদেশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গেও দেখা করেন – যদিও তা নিয়ে দিল্লি বা ঢাকা, কোনও পক্ষ থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। ঢাকায় অজিত ডোভালের ওই ঝটিকা সফরের নেপথ্যেও মিয়ানমার সংকটের একটা ভূমিকা ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লিতে মি ডোভালের আলোচনা দিনতিনেক আগে ঢাকার সেই বৈঠকগুলোর ধারাবাহিকতাতেই অনুষ্ঠিত হল বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ ইতিমধ্যে মিয়ানমার সীমান্তে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। দলে দলে মিয়ানমারের সেনা সদস্য ও নিরাপত্তারক্ষী বাংলাদেশে প্রবেশ করেই চলেছেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, হাছান মাহমুদ ভারতে তার কাউন্টারপার্ট এস জয়শঙ্করের আমন্ত্রণে এলেও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকেরও আগে তিনি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। মিয়ানমারে সীমান্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে ভারত ও বাংলাদেশ একযোগে কাজ করার কথা বললেও ঠিক কীভাবে তারা কাজ করবে, সেটা অবশ্য এখনও একেবারেই স্পষ্ট নয়। তবে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত, দিল্লিতে এমন একজন শীর্ষ কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেন,

"আমরা যা খবর পাচ্ছি, তাতে এখন এদের ফেরানো নিয়ে নেপিদোও-তে (মিয়ানমারের প্রশাসনিক রাজধানী) কথা বলে কোনও লাভ নেই।" কারণ ওই সব সীমান্ত এলাকায় এখন সামরিক বাহিনীর বা সে দেশের জান্তা সরকারের আদৌ কতটা প্রভাব বা কর্তৃত্ব বজায় আছে, সেটাই স্পষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরে ও সীমান্ত অঞ্চলের কর্মকর্তা ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে সব `কনট্যাক্ট, আছে, তাদের কাজে লাগিয়েই নিজ দেশ থেকে এদের ফেরত পাঠানোর চেষ্টা চালাচ্ছে ভারত। ধরে নেওয়া যায়, বাংলাদেশকেও তারা একই ধরনের পরামর্শ দেবে।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর ছ'শোরও বেশি সদস্য গত কয়েক সপ্তাহে পালিয়ে ভারতে চলে এসেছেন। এদের অধিকাংশই আশ্রয় পেয়েছেন মিজোরামের লংতলাই জেলায়। বাংলাদেশেও গত কয়েকদিনে দুশোরও বেশি বিজিপি বা মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্য সীমান্ত পেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তবে এদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করাটা হবে শর্ট টার্ম বা স্বল্পকালীন পরিকল্পনা। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে তারা সুদীর্ঘ মিয়ানমার সীমান্তের পুরোটা জুড়েই বাংলাদেশ সীমান্তের মতো কাঁটাতারের বেড়া বসানোর কাজ শুরু করবে। যদিও এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, ভারতে এক দল নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ কিন্তু মনে করেন বাংলাদেশকেও আগামী দিনে মিয়ানমার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কথা ভাবতে হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৪ রিহাব)

ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কে এখন যে চারটি বিষয় এবং একটি প্রশ্ন সামনে আসছে

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত তিনটি সরকারের আমলে যে দেশটির সঙ্গে তারা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলেছে এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে যারা সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, সে দেশটি নি:সন্দেহে ভারত। প্রধানমন্ত্রী হাসিনার নতুন মেয়াদেও সেই ধারা বজায় থাকার সম্ভাবনা ষোলো আনা। অন্য দিকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতেও বাংলাদেশের গুরুত্ব বিগত দেড় দশকে ক্রমশ বেড়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবেও ভারত একাধিকবার বলেছে, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতে বাংলাদেশই তাদের `সব চেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী,। এই মন্তব্য করার সময় ভুটানকে হয়তো হিসেবের বাইরে রাখা হয়েছে, কারণ দিল্লি ও থিম্পুর সম্পর্কের রসায়নটা আলাদা – নানা কারণে ভুটানের পরিস্থিতিও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সময়কালে নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, কানেক্টিভিটি বা সংযোগ, অভিন্ন নদীগুলোর পানিবন্টন, স্থল ও সমুদ্র সীমায় বিরোধ নিরসন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতা – ইত্যাদি বিভিন্ন ইস্যুতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনায় অভাবনীয় অগ্রগতিও লক্ষ্য করা গেছে। তবে এর মধ্যে সবগুলো ইস্যুরই যে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে তা বলা যাবে না। সীমান্ত বিরোধ মিটলেও সীমান্তে হত্যা নিয়ে অস্বস্তি যেমন রয়েই গিয়েছে, তেমনি আবার এক যুগ পেরিয়ে গেলেও তিস্তা চুক্তির জট এখনও খোলা যায়নি। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে গত ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনে জিতে শেখ হাসিনা টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় এসেছেন। ভারতেও সাধারণ নির্বাচন আর মাত্র দু-তিন মাসের মধ্যেই, যাতে পর্যবেক্ষকরা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপিকেই এগিয়ে রাখছেন।

আর যদি দিল্লিতে ক্ষমতার পালাবদলও হয়, তাহলেও ভারতের বাংলাদেশ নীতিতে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকবে বলেই বিশ্লেষকরা নিশ্চিত। ফলে দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদী ও ঢাকায় শেখ হাসিনার সরকার বিগত এক দশকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের যে `টেমপ্লেট, বা কাঠামোটা গড়ে তুলেছেন, সেটা আরও অন্তত পাঁচ বছর অক্ষুণ্ন থাকবে বলে ধরেই নেওয়া যায়। আর এই পটভূমিতেই বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দিল্লিতে এসেছেন বাংলাদেশের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই বিদেশে তার প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর – যেখানে তিনি বৈঠকে বসবেন তার ভারতীয় কাউন্টারপার্ট এস জয়শঙ্করের সঙ্গে। তবে টেমপ্লেট অপরিবর্তিত থাকলেও দু'দেশের আলোচনার বিষয়বস্তু বা এজেন্ডাতে পরিবর্তন আসবে সেটাই প্রত্যাশিত – কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনও কোনও ইস্যু হয়তো বেশি গুরুত্ব দাবি করবে, কোনও কোনও বিষয়ে দ্রুত ঐকমত্যে পৌঁছনোর প্রয়োজন হবে। আগামী পাঁচ বছরে সেই প্রধান ইস্যুগুলো কী কী হতে পারে, তা জানতেই দিল্লিতে বিবিসি বাংলা কথা বলেছে সাবেক কূটনীতিক, বিভিন্ন থিঙ্কট্যাঙ্কের বাংলাদেশ ওয়াচার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে।

দিল্লি-ঢাকার মধ্যেকার এজেন্ডায় তাদের দৃষ্টিকোণে চারটি বিষয় যেগুলো, এই প্রতিবেদনে তা একে একে তুলে ধরা হল। একইসাথে একটি প্রশ্ন- যা ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় বিশ্লেষকদের মনে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে মোট ৫৪টি অভিন্ন নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এর মধ্যে গত বেশ কয়েক বছর ধরে যে নদীটির পেছনে দু'দেশেই সবচেয়ে বেশি নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে, সহজবোধ্য কারণেই সেটি হল তিস্তা। কিন্তু সেই না-হওয়া তিস্তা চুক্তিকে ছাপিয়ে এখন পরবর্তী অন্তত তিন বছর যে নদীটিকে ঘিরে আলোচনা ঘুরপাক খেতে পারে, সেটি হল গঙ্গা। তার কারণ, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত গঙ্গা চুক্তির কার্যকাল শেষ হচ্ছে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরেই। ১৯৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর যখন দুই দেশ ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, তখন সেটির মেয়াদ ধার্য করা হয়েছিল তিরিশ বছর। ফলে নতুন আকারে চুক্তিটি নবায়ন করার জন্য দিল্লি ও ঢাকার হাতে এখন সময় আছে আড়াই বছরের সামান্য বেশি। এরকম বড় মাপের ও গুরুত্বপূর্ণ একটি জলবন্টন চুক্তির সব দিক খতিয়ে দেখে তা নতুন করে চূড়ান্ত করার জন্য এটা আসলে খুবই অল্প সময়। বস্তুত ভারত ও বাংলাদেশের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও যৌথ নদী কমিশনের কর্মকর্তাদের ভেতর গঙ্গা চুক্তির নবায়ন নিয়ে কথাবার্তা এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে বলে বিবিসি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছে। ওই কর্মকর্তারা

ইঙ্গিত দিয়েছেন, নতুন করে যে চুক্তিটি সই হবে, তাতে পানি ভাগাভাগির ফর্মুলা একই থাকবে না কি সেটাতে পরিবর্তন আনা হবে তা নিয়েও শুরু হয়েছে `মৃদু দরকষাকষি,।

দিল্লির জেএনইউ-তে সেন্টার ফর সাউথ এশিয়া স্টাডিজের সাবেক প্রধান, অধ্যাপক বলদাস ঘোষাল আবার বলছিলেন গঙ্গা চুক্তির নবায়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে কতটা ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে তা নিয়ে তিনি নিশ্চিত নন। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছিলেন, "১৯৯৬ সালে ভারতের এইচ ডি দেবেগৌড়া সরকার ও বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের মধ্যে যখন মূল চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তাতে কিন্তু সানন্দ সম্মতি ছিল। অনেকে তো এমনও মনে করেন, রাজ্যের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উৎসাহেই চুক্তিটি তখন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এখন তিস্তা চুক্তি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে ভূমিকা আমরা দেখছি, তাতে গঙ্গা চুক্তি নিয়েও তারা কোনও আপত্তি তোলেন কি না সেটাও কিন্তু দেখার বিষয় হবে। হয়তো তারা বলে বসলেন রাজ্য সরকারের সম্মতি ছাড়া চুক্তির নবায়ন করাই যাবে না,, বলছিলেন অধ্যাপক ঘোষাল। বস্তুত গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির সরকার যেভাবে প্রস্তাবিত তিস্তা চুক্তির সম্পাদনে বাধা দিয়ে আসছে, তাতে গঙ্গা চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়েও যে একটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

বলদাস ঘোষাল অবশ্য পাশাপাশি এটাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন, রাজনীতিতে আড়াই বছর অনেকটা দীর্ঘ সময়। এর মাঝে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বহু সমীকরণ বদলে যেতেই পারে। "তা ছাড়া ২০২৬র মে মাসে, অর্থাৎ চুক্তি নবায়নের আগেই পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা। তাতেও মমতা ব্যানার্জি জেতেন কি না, না কি অন্য কেউ ক্ষমতায় আসেন, বাংলাদেশ নিয়ে তাদের নীতিটা কী হয় – সেটাও দেখতে হবে।„ তবে চুক্তির নবায়নে বাংলাদেশ যে গঙ্গার পানির অধিকতর হিস্যার দাবি জানাবে, এই বিষয়টি মোটামুটি নিশ্চিত। বর্তমান চুক্তিতে বলা হয়েছে, শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার ফারাক্কা পয়েন্টে জলের প্রবাহ যদি ৭০,০০০ কিউসেকের কম হয় তাহলে দুদেশের মধ্যে জল আধাআধি ভাগ হবে। আর ফারাক্কায় প্রবাহ যদি ৭০ থেকে ৭৫ হাজার কিউসেকের মধ্যে হয়, তাহলে বাংলাদেশ পাবে ৩৫ হাজার কিউসেক – আর বাকিটা যাবে ভারতের দিকে।

শুষ্কতম মাস এপ্রিল জুড়েও চুক্তিতে বাংলাদেশকে একটা ন্যূনতম পরিমাণ জল দেওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে, যদিও বাংলাদেশে একাধিক গবেষক দাবি করেছেন অনেকগুলো এপ্রিলেই চুক্তির সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ বলদাস ঘোষালের কথায়, "তিরিশ বছর আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ কিন্তু এক নয়। উন্নয়নের সব দিকে তারা অনেক এগিয়ে গেছে, সেই সঙ্গে একটা জাতি হিসেবে তাদের মর্যাদাবোধ, অভিমান ও প্রত্যাশাও অনেকে বেড়েছে।„ ফলে নতুন আকারের গঙ্গা চুক্তিতে বাংলাদেশ যে `অতিরিক্ত কিছু ফায়দা,র দাবি জানাবে তা নিয়ে তার অন্তত কোনও সন্দেহ নেই।

এখন ভারত তার কতটুকু মানতে রাজি হয়, কোন ফর্মুলায় শেষ পর্যন্ত ঐকমত্য হয় – তা অবশ্যই আগামী দিনে দেখার বিষয় হবে। বাংলাদেশে কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মাতারবাড়িতে গড়ে তোলা হচ্ছে সে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর বা ডিপ সি পোর্ট। বাংলাদেশের বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে মাতারবাড়ি মাত্র ৩৪ নটিক্যাল মাইল দূরে। ২০২৭ সালের জানুয়ারির মধ্যে, অর্থাৎ আর মাত্র বছরতিনেকের মধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা। এই মুহূর্তে সেখানে কাজ চলছে জোর কদমে। প্রায় দীর্ঘ দশ বছর ধরে প্রধানত জাপানের ঋণে ২৮ বিলিয়ন ডলার খরচ করে এই মাতারবাড়ি প্রকল্পটি গড়ে তোলা হচ্ছে। জাপান এখানে প্রধান সহযোগী দেশ হলেও মাতারবাড়িতে ভারতেরও বিরাট `স্টেক, আছে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করেন। ভারতও নানা কারণে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরটি চালু হওয়ার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে দিন গুনছে।

দিল্লিতে বিশ্লেষকরা বলে থাকেন, বাংলাদেশের সোনাদিয়াতে গভীর সমুদ্র বন্দর গড়ার ব্যাপারে চীন অত্যন্ত উৎসাহী হলেও বাংলাদেশ সরকার যে শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাব নাকচ করে জাপানের পেশ করা মাতারবাড়ি প্রকল্পেই সায় দিয়েছে, তার নেপথ্যে ভারতের একটা বড় ভূমিকা ছিল। ভারত ও জাপান ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেশ হিসেবেই পরিচিত এবং উভয়েই `কোয়াড, জোটের শরিক। আর ভারতও নির্মীয়মান মাতারবাড়িকে তাদের `ল্যান্ডলকড, (স্থলবেষ্টিত) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বঙ্গোপসাগরের `গেটওয়ে, বা প্রবেশপথ হিসেবেই দেখছে। দিল্লিতে কানেক্টিভিটি বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ প্রবীর দে-র কথায়, "বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, পায়রা বা মংলা-র মতো বন্দরগুলোতে বহুদিনই আর খুব বড় জাহাজ ভিড়তে পারে না। ফলে মাতারবাড়িই হল সে দেশে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ!„

চট্টগ্রাম বন্দর যে কর্ণফুলী নদীর মোহনায়, সেই নদীমুখে পলি পড়ে বহুদিনই বড় জাহাজ ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ভারতের মিজোরামে কর্ণফুলী নদীর যেখানে উৎস, প্রায় শুকিয়ে গেছে সেই উৎসমুখও। ফলে চট্টগ্রাম বন্দরে মাল খালাস করতে গেলে বড় জাহাজগুলোকে (মাদার ভেসেল) উপকূল থেকে অনেক দূরে নোঙর করতে হয়, সেখান থেকে ছোট ভেসেলে পণ্য নিয়ে আসতে হয়। স্বভাবতই খরচও তাতে অনেক বেশি পড়ে। "মাতারবাড়িতে এই সমস্যাটা থাকবে না, কারণ সমুদ্র সেখানে অনেক গভীর এবং ৫০ হাজার টনেরও বেশি পণ্যবাহী কনটেইনারও সেখানে অনায়াসে ভিড়তে পারবে,, বলছিলেন প্রবীর দে।

এই মাতারবাড়ি থেকে সড়কপথে ভারতের ত্রিপুরা সীমান্তের দূরত্ব ১০০ কিলোমিটারেরও কম। সীমান্তে সাব্রুম শহরে আধুনিক ও বিশাল `ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, (আইসিপি) প্রায় তৈরি, সীমান্তের মৈত্রী সেতুও প্রস্তুত এবং সাব্রুম থেকে রাজধানী আগরতলা হয়ে বাকি ভারতের রেল সংযোগও চালু। প্রবীর দে আরও জানাচ্ছেন, "ফলে মাতারবাড়ি ডিপ সি পোর্ট-কে বাংলাদেশ ও ভারতের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি `গেমচেঞ্জার, বলে মনে করার যথেষ্ঠ কারণ আছে। এমন কী চট্টগ্রামও যে সুবিধাটা ভারতের নর্থ-ইস্টকে দিতে পারেনি, সেটাও মাতারবাড়ি দিতে পারবে। আর শুধু তো বন্দর নয়, মাতারবাড়িকে ঘিরে স্পেশাল ইকোনমিক জোন, টাউনশিপ বা আধুনিক উপনগরী, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র – এইসব গড়ে তোলার একটা বিশাল আয়োজন চলছে।„

তাই বাংলাদেশের মঙ্গে ত্রিপুরা রুট দিয়ে ভারতের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দিয়ে আগামী দিনে মাতারবাড়িই হয়তো হয়ে উঠবে প্রধান `বাণিজ্যিক হাব,। আর ঠিক সে কারণেই পরবর্তী পাঁচ বছরে ভারত ও বাংলাদেশের যাবতীয় দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় এই প্রকল্পটি ঘুরেফিরে আসবে, তা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করার জন্য ভারতকে অনুমতি দিয়ে রেখেছে। মাতারবাড়ির ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম হবে না, এটাও দিল্লি একরকম ধরেই রেখেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এই মুহূর্তে যে একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সে কথা সুবিদিত। সেই সংকটের গভীরতা কতটা, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে।

একদিকে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যেমন হু হু করে কমছে, তেমনি দেশের ভেতরে ডলারের বাজারেও চলছে হাহাকার। তার ওপর চলতি বছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বিভিন্ন মেগা-ইনফ্রা প্রকল্পে নেওয়া ঋণের অঙ্ক শোধ করার পালা শুরু হবে, সেটাও বাংলাদেশ কতটা মসৃণভাবে সামলাতে পারবে তা নিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞই সন্দিহান। এই পটভূমিতে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা তার নতুন সরকারে এমন একজনকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন, যিনি আগে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিবের পদ সামলেছেন। অর্থমন্ত্রী হিসেবে এ এইচ মাহমুদ আলীকে নিয়োগ করায় ধারণা করা হচ্ছে, `ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি, বা অর্থনৈতিক কূটনীতি বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের কাছে খুবই গুরুত্ব পাবে। বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণদাতা দেশ বা নানা আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সরকারকে এখন জটিল আলোচনা ও দেনদরবার চালাতে হবে, এমনটাই অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন। সম্ভবত এ কারণেই একজন পোড়খাওয়া কূটনীতিবিদকে অর্থমন্ত্রীর ভূমিকায় আনা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সব চেয়ে বড় প্রতিবেশী ভারত কী ধরনের ভূমিকা নেয়, সে দিকেও স্বভাবতই পর্যবেক্ষকদের নজর থাকবে। ভারত বাংলাদেশকে ইতিমধ্যেই বেশ বড় অঙ্কের `লাইন অব ক্রেডিট, বা সোজা কথায় 'ঋণ' দিয়েছে, সেটাও অবশ্য বজায় থাকবে। এই ঋণের সিংহভাগই এখনো ছাড় হয়নি। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রসচিব (ইকোনমিক রিলেশনস) তথা ঢাকায় ভারতের প্রাক্তন হাই কমিশনার পিনাকরঞ্জন চক্রবর্তী অবশ্য মনে করেন বাংলাদেশে এমন কোনও গভীর সংকট নেই যে ভারতকে তাদের `বেইল আউট, করার কোনও দরকার হবে। মি চক্রবর্তী বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "প্রথম কথা হল বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা নয়! হ্যাঁ, কোভিড মহামারি বা ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ভারত দেখছে না। ফলে শ্রীলঙ্কাকে যেভাবে আর্থিক অনুদান বা খাদ্য-জ্বালানি-রসদ পাঠিয়ে সাহায্য করতে হয়েছিল, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার কোনও দরকার হবে বলে ভারত এখনও মনে করে না„, জানাচ্ছেন তিনি। তবে শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করতে ভারত অন্য যে সব পদক্ষেপ নিয়েছিল, যেমন আইএমএফ বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে কথা বলে সে দেশের ঋণ পরিশোধের ক্যালেন্ডার `রিশিডিউল, করা, সেগুলো বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও নেওয়া হতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

মি চক্রবর্তীর কথায়, "আইএমএফ বা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, এডিবি-র মতো সংস্থায় ভারতের প্রভাব খুবই বেশি। ফলে বাংলাদেশের ঋণ পরিশোধের জন্য বাড়তি সময় দরকার হলে ভারত সেটায় অবশ্যই সাহায্য করবে বলে মনে করি।„

তবে বাংলাদেশের নতুন সরকারকেও সে দেশের বিশাল আকারের মেগা-ইনফ্রা প্রকল্পগুলোতে এবার রাশ টানতে হবে বলে তার ধারণা। ফলে আগামী পাঁচ বছরে অন্তত পদ্মা সেতু বা ঢাকা মেট্রো রেলের মতো নতুন কোনও প্রকল্প সে দেশে দিনের আলো দেখবে, সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। এর পাশাপাশি ২০২৬ সালেই বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশের কাতার থেকে `গ্র্যাজুয়েট, করে পরের ধাপে উন্নীত হবে – সেই সঙ্গেই হারাবে কোটা-সহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুবিধা। পিনাকরঞ্জন চক্রবর্তী বলছিলেন, "তখন কিন্তু ডাব্লিউ টি ও-র নিয়ম অনুযায়ী চাইলেও ভারত বাংলাদেশি পণ্যর জন্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিতে পারবে না। সেই জন্যই এই মুহূর্তে `সেপা, নামে যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।„

`কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট, বা সেপা নামে এই বাণিজ্য চুক্তিটি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনা চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই, যদিও তা নানা কারণে এখনও চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছতে পারেনি। এরই মধ্যে খবর এসেছে, বাংলাদেশ চীন-সমর্থিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জোট আরসেপ-এও যোগ দেওয়ার কথা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে – যাতে ভারত কিছুটা বিচলিত বোধ করছে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। "কারণ আমরা যদি বাংলাদেশের

সঙ্গে একটি অবাধ বাণিজ্য চুক্তি করি, তাহলে তৃতীয় কোনও দেশের পণ্য যাতে বাংলাদেশ ঘুরে ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলতে না-পারে সে দিকেও ভারতকে সতর্ক থাকতে হবে,, বলছিলেন মি চক্রবর্তী। ফলে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা যে আগামী দিনে দুই দেশের এজেন্ডায় খুব বড় একটা অংশ জুড়ে থাকবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই! যে জটিল সমস্যা বা কঠিন পরিস্থিতির কথা সবাই জানে, অথচ চট করে বা প্রকাশ্যে সেটা নিয়ে কেউ কথা বলতে চায় না – সেই অবস্থাটা বোঝাতে ইংরেজিতে `এলিফ্যান্ট ইন দ্য রুম, - এই ফ্রেজ বা শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হয়। কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকরা অনেকেই মনে করেন, ভারত ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের মধ্যেও এরকমই একটা `এলিফ্যান্ট ইন দ্য রুম, আছে। এবং সেটা আর কিছুই নয় – চীন ফ্যাক্টর।

বস্তুত ঘরের পাশে বাংলাদেশে চীন কতটা আর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে, অথবা বেইজিং কীভাবে ঢাকাকে কাছে টানার চেষ্টা করছে সে দিকে ভারত সব সময় সতর্ক নজর রাখে। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে প্রকাশ্যে কখনোই মন্তব্য করা হয় না। উল্টোদিকে বাংলাদেশও প্রকাশ্যে অন্তত সব সময়ই চীন ও ভারতের মধ্যে একটা `ভারসাম্যের কূটনীতি, বজায় রাখার চেষ্টা করে চলে। কিন্তু ঢাকা ও দিল্লির সম্পর্কের মধ্যে চীন ফ্যাক্টর কোনওভাবে ছায়াপাত করছে, এটা তারাও স্বীকার করতে চান না।

তবে অতি সম্প্রতি যেভাবে বাংলাদেশে তিস্তা বহুমুখী প্রকল্প নির্মাণে চীনের আগ্রহ থাকলেও তাতে ভারতের আপত্তির কথা প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে এটা স্পষ্ট যে আগামী দিনেও ঢাকা-দিল্লির আলোচনায় চীন প্রসঙ্গ বারে বারেই আসবে। তিস্তার ওপর বাংলাদেশে একটি বহুমুখী ব্যারাজ প্রকল্প নির্মাণে তাদের আগ্রহের কথা চীনা রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করেছিলেন প্রকাশ্যেই। গত ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনের ঠিক পর পরই চীন এই প্রকল্পের কাজ শুরু করতে চাইলেও ভারত বাদ সেধেছে বলেই সে প্রক্রিয়া আপাতত থমকে আছে। ভারতে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির ঘনিষ্ঠ ফরেন পলিসি এক্সপার্ট শুভ্রকমল দত্তর কথায়, "বাংলাদেশকে যে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেই চলতে হবে এটা ভারত খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করে। চীনের মুখের ওপর সব দরজা বন্ধ করতে দিতে হবে, এ কথা কেউ বলছেও না। কিন্তু বাংলাদেশে যদি চীন এমন কিছু করতে যায় যেটা ভারতের স্ট্র্যাটেজিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থকে সরাসরি হুমকিতে ফেলবে, ভারত অবশ্যই সেটা অ্যাড্রেস করতে চাইবে,, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

বস্তুত চীন বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্য সহযোগীও বটে। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে চীন থেকেই, ভারতের তুলনায় যে পরিমাণ অন্তত আড়াই গুণ। প্রতিরক্ষা খাতেও বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি সামরিক সরঞ্জাম কেনে চীনের কাছ থেকেই। বছরকয়েক আগে বাংলাদেশ নৌবাহিনী চীনের কাছ থেকে দুটি ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিনও পেয়েছিল, যা ভারতকে তখন বেশ বিচলিত করে। সে সময় ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিক্কর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকায় ছুটে এসেছিলেন। মার্কিন নেতৃত্বাধীন ইন্দো-প্যাসিফিক জোটে (যাতে ভারতও আছে) বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করতে অতি সম্প্রতিও আন্তর্জাতিক স্তরে কূটনৈতিক তৎপরতা দেখা গেছে। অন্য দিকে বাংলাদেশ `কোয়াড, জোটে ভিড়লে দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ হবে, প্রকাশ্যেই এ ধরনের প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি এসেছে চীনের কাছ থেকে। এই পরিস্থিতিতে তথাকথিত `চীন ফ্যাক্টর, যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে আগামীতে আরও প্রবলভাবে ছায়াপাত করবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুভ্রকমল দত্ত মনে করছেন, এখানে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

প্রথমত মালদ্বীপের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন, সম্প্রতি ভারত মহাসাগরের ওই দ্বীপপুঞ্জে যেভাবে ভারত-বিরোধী সেন্টিমেন্টে ভর করে একটি চীন-পন্থী সরকার ক্ষমতায় এসেছে ভারত কিছুতেই চাইবে না বাংলাদেশেও তার পুনরাবৃত্তি হোক। ফলে বাংলাদেশের মাটিতে চীনের রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক প্রভাব খর্ব করার একটা চেষ্টা ভারতের দিক থেকে থাকবেই। দ্বিতীয়ত, ভারত এটা বিশ্বাস করে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুতেই বাংলাদেশের ভূখন্ডকে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করতে দেবেন না। ফলে চীন যতই চেষ্টা করুক, বাংলাদেশকে তারা ভারতের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারবে না। শুভ্রকমল দত্ত এটাও জানাচ্ছেন, তার সদ্যগঠিত মন্ত্রিসভায় শেখ হাসিনা `প্রচ্ছন্নভাবে চীনপন্থী, কয়েকজন হেভিওয়েট নেতাকে বাদ দিয়েছেন বলেই ভারত মনে করে – যে পদক্ষেপকে তারা অত্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছে। তৃতীয়ত, দেশটা যখন বাংলাদেশ – তখন সেখানে চীনের তুলনায় ভারতের সব সময় একটা `সাংস্কৃতিক অ্যাডভান্টেজ, থাকবে বলেই ড. দত্তর ধারণা। "আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক শুধু ঐতিহাসিকই নয়, এই দুই দেশের পিপল-টু-পিপল কনট্যাক্ট বা মানুষে মানুষে আদানপ্রদানও অনেক বেশি জোরালো। চীন সেটা কখনোই গড়ে তুলতে পারবে না, আর এখানে ভারত চিরকাল অনেক বেশি এগিয়ে থাকবে,, আত্মবিশ্বাসী সুরে জানাচ্ছেন শুভ্রকমল দত্ত। এই তালিকার পাঁচ নম্বর বা শেষ এন্ট্রি-টি এমন একটি ইস্যু, যা নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনার টেবিলে দুদেশের মধ্যে কখনোই কথাবার্তা হয় না। কিন্তু সম্প্রতি এই প্রশ্নটাকে ঘিরে অনানুষ্ঠানিক ও ঘরোয়া আলোচনায় জল্পনা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। আর সেই ইস্যুটা হল – শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হবেন কে বা কারা?

১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করা শেখ হাসিনার বয়স এখন ৭৬-র ওপরে। পাঁচ বছর বাদে যখন বাংলাদেশে পরবর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা, তখন তার বয়স একাশি পেরিয়ে যাবে। কিন্তু তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালে বা তার অবর্তমানে আওয়ামী লীগের হাল কে ধরবেন, সেটা নিয়ে শেখ হাসিনা এখনও স্পষ্ট কোনও

ইঙ্গিত দেননি। এই বিষয়টা ভারতকে ইদানীং সামান্য অস্বস্তিতে রেখেছে। ভারতের একজন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব নাম প্রকাশ না-করার শর্তে বিবিসিকে বলেছেন, "বিগত প্রায় তিন দশক ধরে ভারত বাংলাদেশে শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগের ওপরই রাজনৈতিক বাজি ধরে আসছে, বা অন্যভাবে বললে `ইনভেস্ট, করে আসছে। কিন্তু শেখ হাসিনার পরে কে, বা আওয়ামী লীগে কার ওপর আমরা ভরসা রাখব সেটাও এখন আস্তে আস্তে জানা দরকার।„ বিষয়টা যতদিন না স্পষ্ট করা হচ্ছে, ততদিন ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভেতরে একটা `অস্বস্তি,, `অনিশ্চয়তা, বা `অধৈর্য ভাব, কাজ করবে বলেও সাবেক ওই কূটনীতিবিদের বিশ্বাস।

ভারতে ওপি জিন্দাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও `বাংলাদেশ অন আ নিউ জার্নি, বইয়ের লেখক শ্রীরাধা দত্তও মানেন, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরিসরে এটাকে একটা `ট্যাবু, বা প্রায় নিষিদ্ধ বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। "তার কারণ ভারত বা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যখনই কোনও বড় নেতা-নেত্রীর `সাকসেসন প্ল্যান, বা উত্তরাধিকার নিয়ে কথা বলা হয়, তখনই অনেকে ধরে নেন এতে বোধহয় তাকে সরে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করা হচ্ছে„, বলছিলেন ড. দত্ত। কিন্তু সেই ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রাখলেও শেখ হাসিনাকে এখন আস্তে আস্তে এই বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ নিতেই হবে বলে তার ধারণা। "বর্তমান মেয়াদের প্রথম আড়াই তিন বছর এটা নিয়ে হয়তো বিশেষ নড়াচড়া হবে না। কারণ ওই সময়কালটা খুব `ক্রিটিকাল,, ওইটুকু পথ পেরিয়ে যেতে পারলে সরকারের পুরো মেয়াদ শেষ করা নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন উঠবে না।„ সেই উত্তরাধিকারী কে হবেন তা এখনই হয়তো বলা সম্ভব নয়, কিন্তু শেখ মুজিবের পরিবারের মধ্যে থেকেই যে কেউ সেই দায়িত্ব পাবেন এটা মোটামুটি নিশ্চিত। "ভারতও সেই সম্ভাবনাটা ধরেই এগোচ্ছে এবং পরিবারের মধ্যে থেকে কেউ উত্তরাধিকারী হলে তাদের যে কোনও সমস্যা নেই সেটাও অনেক আগেই বুঝিয়ে দিয়েছে„, বলছিলেন শ্রীরাধা দত্ত। শেখ হাসিনার সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তার বোন শেখ রেহানা, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ও ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের নাম নিয়েই সবচেয়ে বেশি নাড়াচাড়া হয়ে থাকে। এছাড়া শেখ রেহানার ছেলে রেদোয়ান ববি সিদ্দিককেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রায়সময়ই দেখা যায়। ঘটনাচক্রে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল গত সপ্তাহেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) নির্বাচিত আঞ্চলিক অধিকর্তার পদে তার কার্যভার গ্রহণ করেছেন।

নেপালের দক্ষ ও শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে এই পদে সায়মা ওয়াজেদের নির্বাচনে ভারতের একটা বড় ভূমিকা ছিল মনে করা হয়। তাছাড়া হু-র এই আঞ্চলিক অধিকর্তার কার্যালয়ও দিল্লিতে অবস্থিত, ফলে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এখন অনেকটা সময় দিল্লিতেই কাটাবেন। ভারতের নেতা-মন্ত্রী ও নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গেও তার অনেক বেশি মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হবে। নিজের মেয়েকে যেভাবে শেখ হাসিনা এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দায়িত্বে নিয়ে এলেন, তাতে ভারতীয় অনেক পর্যবেক্ষকেরই ধারণা তিনি সম্ভবত সায়মা ওয়াজেদকেই নিজের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হিসেবে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করতে চাইছেন। সেই জল্পনা সত্যি হবে কি না তা নিশ্চিতভাবে জানার জন্য অবশ্যই আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত দিল্লি ও ঢাকার আলোচনার সরকারি এজেন্ডাতে না-হোক, ঘরোয়া ও খোলামেলা কথাবার্তায় প্রসঙ্গটা রেখাপাত করবে অবধারিতভাবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

বাংলাদেশে নিয়মিত আন্তঃস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, "আন্তঃস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এমনকি আন্তঃউপজেলা ও জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।„ বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে শেখ হাসিনা ৫২তম জাতীয় স্কুল, মাদরাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। তিনি তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এ অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির যৌথ উদ্যোগে ৭ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শেখ হাসিনা বলেন, বছরব্যাপী নানা টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হলে তরুণরা শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। যা তাদের সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করবে এবং তাদের মনে সমাজ ও দেশের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তুলবে।

তিনি বলেন, তারা তাদের পরিবারের জন্যও সম্মান ও মর্যাদা বয়ে আনতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় খেলাগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করতে এবং সেগুলোর ওপর আরও গুরুত্ব দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা বলেন, শারীরিক ব্যায়ামের পাশাপাশি খেলাধুলা মানুষের মধ্যে একতা, বন্ধুত্বের পরিবেশ, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ ও মানসিক শক্তি তৈরিতে সহায়তা করে। তিনি আরও বলেন, তার সরকার দেশের ক্রীড়াঙ্গনের প্রতি বাড়তি মনোযোগ দিয়েছে। তিনি সব ধরনের খেলাধুলার জন্য মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের টুর্নামেন্ট চালু করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর আবেদনে সম্মত হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের খেলাধুলাকে আরও উন্নত করতে হবে। তিনি বলেন, প্রতিযোগিতায় ছেলেমেয়েরা যাতে সব ধরনের খেলাধুলায় ভালো করতে পারে সেজন্য তাদের নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। শেখ হাসিনা বলেন, "প্রশিক্ষক তৈরি করা জরুরি। সে লক্ষ্যে আমরা আটটি বিভাগে বিকেএসপি প্রতিষ্ঠা করব এবং ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় আরও দক্ষ করে তুলব।„ তিনি বলেন, সরকার বছরব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করছে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৪ এলিনা)

মিয়ানমারের আরও ৬৩ জন বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবি

মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় চলমান সংঘর্ষের মধ্যে বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর পর্যন্ত মিয়ানমারের আরও ৬৩ জন ব্যক্তি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মোট ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২৭ জনে। এ তথ্য জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা (পিআরও) শরিফুল ইসলাম জানান, মিয়ানমার বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি), সেনাবাহিনী ও ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাসহ মিয়ানমারের মোট ৩২৭ জন বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। টেকনাফ সীমান্তের হোয়াইক্যং এলাকা দিয়ে বুধবার অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে মিয়ানমারের ৬৩ সেনা। শরিফুল ইসলাম বলেন, বিজিবি তাদের নিরস্ত্র করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যায়। এদিকে বুধবার বিজিবির কক্সবাজার রিজিয়নের আওতাধীন বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত পরিদর্শন করেন বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। সকালে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার তুমব্রু ও ঘুমধুম সীমান্ত এবং তৎসংলগ্ন বিওপি পরিদর্শন করেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, "সীমান্তে উদ্ভূত যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবি সদা তৎপর রয়েছে। সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিজিবির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মেনে ধৈর্য ধারণ করে মানবিক থেকে এবং আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে পরিস্থিতি মোকাবিলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি।„ উল্লেখ্য, জাতিগত সংখ্যালঘু রাখাইন আন্দোলনের প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সামরিক শাখা আরাকান আর্মি মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন চায়। আরাকান আর্মি সশস্ত্র জাতিগত গোষ্ঠীর একটি জোটের সদস্য। তারা সম্প্রতি মিয়ানমারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি কৌশলগত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছে। মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি এবং তা,আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির সঙ্গে থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামে একত্রে কাজ করে আরাকান আর্মি। এই জোট, ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর চীন সীমান্তবর্তী উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্যে একটি সমন্বিত আক্রমণ শুরু করে।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর থেকে এই অভিযান মিয়ানমারের সামরিক শাসকদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জোটের বরাত দিয়ে অ্যাসোসিয়েট প্রেস (এপি) জানিয়েছে, তারা ২৫০টির বেশি সামরিক চৌকি, পাঁচটি সরকারি সীমান্ত ক্রসিং এবং চীন সীমান্তের কাছে একটি বড় শহরসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নিয়েছে। রাখাইনে ২০১৭ সালে সেনাবাহিনীর নৃশংস বিদ্রোহ দমন অভিযানের ফলে, সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অন্তত ৭ লাখ ৪০ হাজার সদস্য সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। রাখাইনের পুরোনো নাম আরাকান।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৪ এলিনা)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের চিঠি

দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা অংশীদারত্ব জোরদার করতে এবং স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে বাংলাদেশের উত্তরণে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশন এ তথ্য জানিয়েছে।

শেখ হাসিনাকে লেখা চিঠিতে ঋষি সুনাক বলেন, "আপনারা সরকারের ঐতিহাসিক পঞ্চম মেয়াদে যাত্রা শুরু করেছেন এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আপনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের চমকপ্রদ উন্নয়ন অর্জনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এ সময় আমি আমাদের দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব জোরদার এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণে সমর্থনে আমার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি।„ ঋষি সুনাক লিখেছেন, "আমাদের অংশীদারত্ব এক গভীর অভিন্ন ইতিহাস ও বন্ধুত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা মানুষে-মানুষে দৃঢ় বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।„ তিনি আশা প্রকাশ করেন, অধিকার ও স্বাধীনতার অগ্রগতির পাশাপাশি রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারে।

ঋষি সুনাক বলেন, "এই মূল্যবোধগুলো কমনওয়েলথ পরিবারের মূল ভিত্তি এবং এটি একটি গতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আকর্ষণ করে।„ ঋষি সুনাক লিখেছেন, "আমি অভিবাসন বিষয়ে সহযোগিতাকে আমাদের দ্বিপক্ষীয় আলোচ্যসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখছি।„ চিঠিতে বলা হয়, "আপনি সদয়ভাবে যুক্তরাজ্যে অবৈধভাবে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে ফেরত পাঠানোর একটি টেকসই ও সুশৃঙ্খল উপায়কে সমর্থন করেছেন।„ তিনি লিখেছেন, "আমি আশা করছি, পারস্পরিক সহযোগিতার বৃহত্তর

আলোচ্যসূচির অংশ হিসেবে প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত হয়েছে।„ ঋষি সুনাক বলেন, দুই দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৪ এলিনা)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের ঘটনা পর্যালোচনা কমিটি গঠন করেছে ইউজিসি

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) ধর্ষণের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ ও সার্বিক বিষয়ে পর্যালোচনা করতে তিন সদস্যেরে একটি কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধর্ষণের ঘটনায় কি ব্যবস্থা নিয়েছে এবং কেন এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটছে সেটি খতিয়ে দেখবে এই কমিটি। কমিটির সদস্যরা বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন। বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) এক কর্মশালায় এই কমিটি গঠনের কথা জানান ইউজিসি চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর।

মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানিসহ অনিয়মের অভিযোগসমূহের নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা ও প্রতিকারে পদক্ষেপ গ্রহণে ইউজিসি শিগগিরই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সেল গঠন করবে। এখানে দক্ষ কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হবে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম-নিপীড়নের ঘটনা ঘটলে এই সেল তদারকি করবে এবং তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যৌন হয়রানিসহ নানা অপকর্মে দৃশ্যমান ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়া, এসব অপরাধের বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা ও অপরাধীদের প্রশ্রয়ের কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ঘটনা রোধ করা সম্ভব হয়নি।

মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ ঘটনা আমাদের মর্মাহত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ঘটনা ঘটছে, তা খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত না করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে এবং অছাত্ররা দিনের পর দিন কীভাবে হলে থাকছেন, সেটিও খতিয়ে দেখা দরকার বলেও জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, ক্যাম্পাসে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ হলেই কেবল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অরাজক পরিস্থিতি তৈরি, শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। তিনি দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানিসহ যেকোন অপরাধের ঘটনা দ্রুত আমলে নেওয়া, এটিকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে দেখা, ক্যাম্পাস নিরাপদ রাখা এবং লৈঙ্গিক বৈষম্য রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ৯টার দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হলে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে হলসংলগ্ন জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ওই নারী ও তাঁর স্বামীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার বিচারের দাবিতে প্রথমে তাঁরা আশুলিয়া থানায় এবং পরে সাভার মডেল থানায় যান। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রলীগের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, একই বিভাগের শিক্ষার্থী সাগর সিদ্দিকী, হাসানুজ্জামান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সাব্বির হাসান। এ মামলায় পলাতক রয়েছেন ভুক্তভোগীর পূর্বপরিচিত মো. মামুনুর রশিদ এবং স্বামীকে আটকে রাখায় সহায়তা ও মারধর করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী মো. মুরাদ। রবিবার তাদের আদালতে হাজির করে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সাত দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আশুলিয়া থানার উপ-পরিদর্শক মিজানুর রহমান। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাবেয়া বেগমের আদালতে তাদের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এদিন বেলা ৫টার দিকে তাদেরকে আদালতে আনা হয়।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ এলিনা)

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন অভিনেতা আহমেদ রুবেল

অভিনেতা আহমেদ রুবেল বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) মারা গেছেন। সন্ধ্যা ৬টার দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান বলে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন চলচ্চিত্র পরিচালক নুরুল আলম আতিক। `পেয়ারার সুবাস, ছবির প্রিমিয়ারের শোয়ের জন্য ঢাকার বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের স্টার সিনেপ্লেক্সে আসার পর রুবেল অসুস্থ বোধ করেন। এরপর তাঁকে স্কয়ার হাসপাতালে নিয়ে গেলে সন্ধ্যা ৬টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পেয়ারার সুবাস সিনেমাটির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন আহমেদ রুবেল। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। `আখেরী হামলা, সিনেমার মাধ্যমে ১৯৯৩ সালে চলচ্চিত্রে পা রাখেন আহমেদ রুবেল। তিনি অভিনয় করেছেন `চন্দ্রকথা,, `ব্যাচেলর,, `গেরিলা,, `দ্য লাস্ট ঠাকুর, সিনেমায়। আহমেদ রুবেলের অভিনয়ের হাতেখড়ি সেলিম আল দীনের মাধ্যমে। তাঁর অভিনীত প্রথম নাটক গিয়াস উদ্দিন সেলিমের `স্বপ্নযাত্রা,। পরে তিনি হুমায়ূন আহমেদের ঈদনাটক `পোকা,–তে অভিনয় করেন। এই নাটকে তাঁর অভিনীত `ঘোড়া মজিদ, চরিত্রটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। টেলিভিশন নাটকে নিয়মিত

অভিনয় করতেন ২০০৫ সাল থেকে। ঢাকা থিয়েটারের সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন মঞ্চেও কাজ করেছেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক `অতিথি,, `নীল তোয়ালে,, `বিশেষ ঘোষণা,, `প্রতিদান,, `নবাব গুন্ডা,, `এফএনএফ, প্রভৃতি। ১৯৬৮ সালের ৩ মে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের রাজারামপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অভিনেতা আহমেদ রুবেলের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আহমেদ রুবেলের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস উইং এই তথ্য জানিয়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

প্রকল্পগুলো জনস্বার্থে, সেখানে কোন দুর্নীতি সহ্য করা হবে না : প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ সরকারের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর কাজ যেন মানসম্মতভাবে হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার প্রতিবেদন :

সরকার দেশজুড়ে নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব প্রকল্পের কাজ যেন মানসম্মতভাবে হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ বুধবার দুপুরে গণভবনে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এ নির্দেশ দেন তিনি। গোপালগঞ্জ জেলার স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন ইউনিটের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগনের জন্য অনেক প্রকল্প দেয়া হয়, সেই কাজগুলো যাতে যথাযথভাবে করা হয়, মানুষ যেন গালি না দেয়। কাজ দেখে যেন মানুষের আস্থা-বিশ্বাস তৈরি হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে (স্বকণ্ঠে): একটা কাজ দেখে যেন মানুষ অন্তত পক্ষে একটা আস্থা-বিশ্বাস আনতে পারে। কারণ এই আস্থা-বিশ্বাসটা সবচেয়ে বেশি দরকার। কাজেই সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আপনারা স্থানীয় সরকারের যে কাজগুলি, সেগুলি আপনারা করবেন। যাতে করে কাজের সুফলটা সাধারণ মানুষ পায়।

এ সময় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নানা ধরনের অপকর্ম করে বিএনপি-জামায়াত নির্বাচন ঠেকাতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা তা করতে পারেনি। সব থেকে বড় কথা হলো জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছে। এমনটা দাবি করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৭৫ সালের পর থেকে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, সবচেয়ে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে এবার। তাই সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশের মানুষ আজ আর্থিকভাবে সচ্ছলতা পেয়েছে। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৭.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

মিয়ানমারের আরও ৬৩ সীমান্তরক্ষী পালিয়ে বাংলাদেশে, মোট আশ্রয় নিলো ৩২৭

মিয়ানমারের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় জান্তা বাহিনীর সঙ্গে জাতিগত বিদ্রোহীদের চলমান সংঘর্ষে জীবন বাঁচাতে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন আরও ৬৩ জন। যারা অস্ত্রসহ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন তাদের নিরস্ত্রীকরণ করে নিরাপদ আশ্রয় নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবি। এ সম্পর্কে আমাদের ঢাকার বিশেষ প্রতিনিধির প্রতিবেদন :

মিয়ানমারের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় জান্তা বাহিনীর সঙ্গে জাতিগত বিদ্রোহীদের চলমান সংঘর্ষে জীবন বাঁচাতে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন আরও ৬৩ জন। তাদের মধ্যে দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) সদস্য, সেনা সদস্য, পুলিশ সদস্য, ইমিগ্রেশন সদস্য ও বেসামরিক নাগরিকরাও রয়েছেন। বিজিবি বলছে, যারা অস্ত্রসহ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন তাদের নিরস্ত্রীকরণ করে নিরাপদ আশ্রয়ে নেওয়া হয়েছে। বুধবার দুপুরে বিজিবি সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম গনমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন, নতুন করে আরও ৬৩ জন এসেছেন। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া বিজিপিসহ অন্যান্য বাহিনীর এখন পর্যন্ত ৩২৭ সদস্যকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়েছে বিজিবি। এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এদিকে সীমান্তে উদ্ভূত যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবি তৎপর রয়েছেন বলে জানিয়েছেন, বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী (স্বকণ্ঠে): অভ্যন্তরীণ সংঘাতের মধ্যে যদি বর্ডার লাইনের কিছুটা ভিতরে ফায়ার করে আপনাদের যদি কোন ধারণা থেকে থাকে এই মর্টারশেল বা অন্যান্য গোলাবারুদের কিছু কিছু অংশ একটু ডেবিয়েট করে অন্যদিকে চলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। সেই সম্ভাবনাটুকু যেন জিরোতে চলে যায় সেটাই আমরা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি। বুধবার সকালে, বিজিবি কক্সবাজার রিজিয়নের আওতাধীন বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নে একথা তিনি এসব কথা বলেন। আর যেকোন অবস্থায়ই হোক না কেন বাংলাদেশে রোহিঙ্গা প্রবেশে উদারতা দেখানোর সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের (স্বকণ্ঠে): মিয়ানমার ব্যবস্থা নিচ্ছে না নিতে পারছে না সেটার বিচার কি আমরা করব! বুধবার দুপুরে রাজধানীর বনানীর সেতু ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ভারতের দিল্লী সফররত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় রাখা প্রয়োজন (স্বকণ্ঠে): ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাথে আমার মিয়ানমার ইস্যু,

মিয়ানমার রিফুজি এবং মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং এই সংকট থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করব বলে আমরা আলোচনা করেছি।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৭.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

গণতান্ত্রিক বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন এ সরকারের পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র : গয়েশ্বর চন্দ্র

বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার গণতান্ত্রিক বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি তার ভাষায় বলেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অবৈধ অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা দিয়ে আদায় করেছে ভারত, চীন ও রাশিয়ার সমর্থন। বিএনপি'র মতো একটি সফল গণতান্ত্রিক দলকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধে লিপ্ত হয়েছে হাসিনা সরকার এবং তার অধীনস্থ রাষ্ট্রযন্ত্রের চিহ্নিত অংশ। আজ দুপুরে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপার্সনের কার্যালয় এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি অভিযোগ করেন, ৭ জানুয়ারির নির্বাচন প্রহসনমূলক ও ডামি। ওই নির্বাচনের উদ্দেশ্য জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা বা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন নয় বরং নির্বাচনের নামে এটি ছিল জাতির সঙ্গে একটি সহিংস প্রতারণা। যার উদ্দেশ্য অবৈধভাবে, অনৈতিকভাবে এবং অসাংবিধানিকভাবে শেখ হাসিনা সরকারের ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা। এ সমন্বিত অপশক্তিকে উপেক্ষা করে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় অবিচল রয়েছে বিএনপি, এই দাবি করেন এই নেতা।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৭.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

মিয়ানমারের জান্তা স্কুলে হামলা চালায় বলে নৃ-গোষ্ঠীর অভিযোগ

অস্ত্রধারী বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জান্তার চালানো বিমান হামলায় মিয়ানমারের দুটি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি জাতিগোষ্ঠীর প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সোমবার পূর্বাঞ্চলীয় কায়াহ রাজ্যে দুটি গ্রাম লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানো হয়। নিহতদের মধ্যে বেশ কয়েকটি শিশুও রয়েছে। একটি ভিডিওতে লোই নান এইচপা গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত কিছু ভবন দেখানো হয়েছে, যার মধ্যে একটি স্কুল অন্তর্ভুক্ত ছিল। হামলায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। কাছাকাছি একটি শহরের অন্য একটি স্কুলে বিমান হামলায় ৪ জন শিক্ষার্থী নিহত এবং অন্তত আরও ১৪ জন আহত হয়েছে। স্কুলে পড়া কিছু শিশু সামরিক ও বিরোধী বাহিনীর মধ্যে এর আগের যুদ্ধের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে মনে করা হয়। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নয়টি সদস্য দেশ মিয়ানমার সেনাবাহিনীর "নির্বিচার" বিমান হামলার নিন্দা করেছে এবং বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

ব্যাংক সংখ্যা কমানোর পরিকল্পনা: চ্যালেঞ্জ ও আশঙ্কা

ব্যাংক খাতের অসুখ সারাতে বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত (মার্জ) করার পরিকল্পনা করছে। তবে তার আগে দুর্বল ব্যাংকগুলো দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার সময় পাবে। সে কারণে কতটি ব্যাংক তার অস্তিত্ব বিলোপ করে অন্য ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সবল হবার যাত্রায় অংশ নিতে বাধ্য হবে, তা এখনই নিশ্চিত নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু ফারাহ মো. নাছের ব্যাংক খাতে সংস্কারের রেডম্যাপ প্রকাশ করেন ৪ ফেব্রুয়ারি। সেখানে ১৭টি কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো: দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করা, খেলাপি ঋণ কমানো, খেলাপি ঋণ ও জালিয়াতি বন্ধ করা, ব্যাংকে যোগ্য পরিচালক নিয়োগে ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ। এসবের মূল টার্গেট হলো খেলাপি ঋণ কমিয়ে যৌক্তিক মাত্রায় নিয়ে আসা এবং ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশ ব্যাংক এসব লক্ষ্য পূরণের সময়সীমা ঠিক করেছে ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।

ব্যাংক সংস্কারের ঘোষণা দেওয়ার আগেই ২০২৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক `প্রম্পট কারেক্টিভ অ্যাকশন (পিসিএ) ফ্রেমওয়ার্ক' নামে একটি সার্কুলার দেয়। দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সংকট কাটিয়ে সক্ষম করার জন্য ওই ফ্রেমওয়ার্ক করা হয়। তাতে বলা হয়, যারা দুর্বলতা কাটাতে পারবে না তাদের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারবে বাংলাদেশ ব্যাংক। সার্কুলারে বলা হয়, ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ থেকে পিসিএ ফ্রেমওয়ার্ক কার্যকর করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক কর্মকর্তা জানান, মার্জ করা হবে ২০২৫ সালের মার্চের পরে, তার আগে নয়। তার আগে কোনো দুর্বল ব্যাংক সবল হয়ে গেলে তারা আর মার্জিংয়ের নীতিতে পড়বে না। এই সময়ে সবল হতে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের নীতি সহায়তা দেবে বলেও জানান ঐ কর্মকর্তা। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ``খুব দ্রুত বাংলাদেশ ব্যাংক একীভূত করার নীতি আরো স্পষ্ট করবে। যারা দুর্বল তাদের পূর্ণাঙ্গ অ্যাসেস করা হবে।'' ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ``যদি সবল ব্যাংকের সঙ্গে দুর্বল ব্যাংক মার্জ করতে হয় তাহলে দ্রুতই দুর্বল

ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিতে হবে। নতুন যে পরিচালনা পর্ষদকে দায়িত্ব দেয়া হবে তাদের কাজ হবে ব্যাংকের দায় দেনা হিসাব এবং ব্যাংক দুর্বল হওয়ার জন্য কারা দায়ী তা চিহ্নিত করা। এরপর কাজ হলো সবল ব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতা করা। কারণ সবল ব্যাংককে বললেই তো সে দুর্বল ব্যাংককে নেবে না। একটি দুর্বল ব্যাংককে মার্জ করার জন্য সরকার কত টাকা দেবে তা নির্ধারণ করা। এই সময়ে ব্যাংকের লোন দেয়াসহ স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হবে। এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং কাজ।''

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ``গ্রাহকরা কোনো ক্ষতির মুখে পড়বেন কিনা তা নির্ভর করবে সরকারের বেলআউট পলিসির ওপর। সরকার যদি শতভাগ গ্যাপ পূরণ করে দেয় তাহলে গ্রাহকদের ক্ষতি হবে না। আর কিছু লোক তো চাকরি হারাবেনই। কারণ দুইটি ব্যাংক এক হলে, এক ব্যাংকের তো একই এলাকায় দুইটি শাখা থাকবে না। এখন তো দুইটি ব্যাংকেরই শাখা আছে। তবে তিন বছর পর্যন্ত ছাঁটাই করা হবে না বলা হচ্ছে।'' তার কথা, ``মার্জিং ভালো উদ্যোগ। এটা করতে পারলে অনেক ভালো হবে। কিন্তু এরজন্য সত্যিকার অর্থে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন। শুরুতেই তো তিন বছর সময় নেয়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখা যাক।''

যমুনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. নুরুল আমিন বলেন, ``মার্জিং একটা ভালো উদ্যোগ। এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং সফল। কিন্তু এই ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের পলিসি কী হবে, সেটাই বড় প্রশ্ন।'' তবে তিনি মনে করেন বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। ``যেমন মার্জ করার জন্য সবল ও দুর্বলকে রাজি করানো, কোনো ধরনের স্বজনপ্রীতি থাকবে কিনা, রাজনৈতিক বিবেচনায় করা হবে কিনা ইত্যাদি। একটি ব্যাংকের সঙ্গে আরেকটি ব্যাংককে মার্জ করতে বললেই তো হবে না। এটা সমঝোতার মাধ্যমে হতে হবে। তাই বাংলাদেশ ব্যাংককে নীতিমালা স্পষ্ট করতে হবে। ডায়ালগ করতে হবে,'' বলেন আমিন। যমুনা ব্যাংকের সাবেক এই এমডি বলেন, ``মার্জ হলে কিছু লোক চাকরি হারাবেন। তবে তিন বছরে তাদের চাকরিচ্যুত করা হবে না। পলিসি স্পষ্ট হতে হবে। যাদের বিদায় করা হবে তাদের কী উপায়ে বিদায় দেয়া হবে তা আলোচনা করে ঠিক করতে হবে।'' আর গ্রাহকদের ব্যাপারে তিনি বলেন, ``তাদের উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। কারণ প্রথমত বাংলাদেশে কোনো ব্যাংক বন্ধ হবে না। নজির নেই। আর গ্রাহকদের ব্যাপারটাও মার্জিং পলিসিতে থাকে।'' একটি ব্যাংকের গ্রাহক আতিকুর রহমান আকাশ বলেন, ``সঠিক নীতিমালার ভিত্তিতে করলে আমার মনে হয় ভালোই হবে। তবে আমার আশঙ্কা, দুর্বল ব্যাংককে কাঁধে নিতে যেয়ে সবল ব্যাংকটি আবার দুর্বল হয়ে না যায়।'' আরেক গ্রাহক শেখ আব্দুস সাত্তার লিমন বলেন, ``মূল কথা হলো এটা কতটা স্বচ্ছতার সঙ্গে করা হবে। দেখা যাবে রাজনৈতিক বিবেচনায় সবল ব্যাংককে দুর্বলের তালিকায় ফেলা হবে। আবার দুর্বল ব্যাংককে সবলের তালিকায় রাখা হবে। তাহলে তো গ্রাহকরা লাভবান হবে না, তারা ভুল তথ্য পাবে। তবে দুর্বল ব্যাংক এখন গ্রাহকরা চেনে। সেখানে এমনিতেই তারা টাকা রাখা কমিয়ে দিয়েছে।''

বাংলাদেশে এখন মোট বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা ৬১টি। মোট খেলাপি ঋণের ৬৩ শতাংশই আছে ১০টি ব্যাংকে। আর মূলধন ঘাটতিতে আছে ১৪টি ব্যাংক। তাদের মোট মূলধন ঘাটতির পরিমাণ ৩৭ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা। এর বাইরে পাঁচটি ইসলামি ধরার ব্যাংককে মূলধন ঘাটতি কাটাতে নোটিশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। জানা গেছে, ৬১টি ব্যাংকের মধ্যে ৪০টি ব্যাংক মোটামুটিভাবে ভালো করছে। বাকিগুলোর অবস্থা খারাপ। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ব্যাংকগুলোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাগজে-কলমে খেলাপি ঋণ ছিল এক লাখ ৫৫ হাজার ৩৯৮ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৯.৯৩ শতাংশ। তবে দুর্দশাগ্রস্ত ও পুনঃতফসিল কিংবা অবলোপনের পরও আদায় না হওয়া ঋণের পরিমাণ চার লাখ কোটি টাকার বেশি, মোট ঋণের যা ২৬ শতাংশ। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:০৭.০২.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

দেশের প্রতিটি বিভাগে বিকেএসপি তৈরি করা হবে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন খেলাধুলায় ছেলেমেয়েদের আরও উন্নত প্রশিক্ষণ দরকার। পাশাপাশি ভালো প্রশিক্ষক তৈরি করাও দরকার। তাই প্রত্যেক বিভাগে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিকেএসপি তৈরি করা হবে। বুধবার ৫২তম জাতীয় শীতকালীন ক্রিড়া প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন আমাদের কিছু দেশিয় খেলা সেই ডাংগুলি থেকে শুরু করে বিভিন্ন খেলাধুলা আগে প্রচলিত ছিল। সেগুলো আমাদের আবার চালু করা উচিত। আমাদের নিজস্ব দেশিয় খেলা গুলো হাডুডু থেকে শুরু করে সবগুলো খেলাই সক্রিয় রাখতে উদ্যোগ নিতে হবে। সবাই মিলে উদ্যোগ নিবেন যেন দেশীয় খেলাগুলো হারিয়ে না যায়।

(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৭.০২.২০২৪ আসাদ)

আর কোন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন নতুন করে আর কোন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আমরা একবার উদারভাবে সীমান্ত খুলে দিয়েছিলাম এবার সেই উদারতা দেখানোর আর কোন সুযোগ নেই। বুধবার রাজধানীর বনানীর সেতু ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ

সম্মেলনে এ তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় ওবায়দুল কাদের আরো বলেন রোহিঙ্গারা আমাদের জন্য একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের জন্য আন্তর্জাতিক যে সাহায্য ছিল সেটা অনেক কমে গেছে। এমন অবস্থায় এই বোঝা আমরা আর কতদিন বইবো? (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০৭.০২.২০২৪ আসাদ)

শুধু ক্ষমতায় থাকতে বারবার দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে আওয়ামী লীগ : গয়েশ্বর

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরাতে নানা সময় যৌথভাবে অপচেষ্টা চালিয়েছে সরকার। মিয়ানমারের সেনা সদস্যদের বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া নতুন কোন ষড়যন্ত্র কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। বুধবার গুলশানে বিএনপি'র চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। গয়েশ্বর বলেন শুধু ক্ষমতায় থাকতে বারবার দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি এমন অসহনীয় থাকলে দেশের অর্থনৈতিক, কূটনীতিসহ সকল খাতে বিপর্যয় নেমে আসবে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির এই নেতা।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৭.০২.২০২৪ আসাদ)

সীমান্তে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সদা তৎপর রয়েছে বিজিবি : বিজিবি মহাপরিচালক

বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী বলেছেন সীমান্তে উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিজিবি সদা তৎপর রয়েছে। বুধবার বিজিবি কক্সবাজার রিজিয়নের আওতাধীন বাংলাদেশ - মিয়ানমার সীমান্ত পরিদর্শনের সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। বিজিবি মহাপরিচালক এদিন সকালে বিজিবি কক্সবাজার ব্যাটালিয়ানের দায়িত্বপূর্ণ বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার তুমব্রু ও ঘুমধুম সীমান্ত এবং তৎসংলগ্ন বিওপি পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ঘুমধুম ও তুমব্রু সীমান্ত এলাকায় সাধারণ জনগণের জন্য নিরাপদ নয় জানিয়ে এই এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৭.০২.২০২৪ আসাদ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে অভিযান চালিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে অভিযান চালিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। মঙ্গলবার রাতে স্ব স্ব হল প্রভোস্টের নেতৃত্বে সব কয়টি আবাসিক হলে এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় বেশ কিছু অবৈধ শিক্ষার্থীকে হল থেকে বের করে দিয়ে বৈধদের সিট বুঝিয়ে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এছাড়া হলের যেসব রুম তালাবদ্ধ ছিল তা ভেঙ্গে নতুন তালা দেয়া হয়েছে। এর আগে সিন্ডিকেট সভায় অছাত্রদের হল থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেই অনুযায়ী এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৭.০২.২০২৪ আসাদ)

আগামী দুই দিন রাতের বেলায় তাপমাত্রা কমার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

আগামী দুইদিন সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। তবে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে। বুধবার সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় আগামী দুইদিন দেশের আকাশ মূলত মেঘলা ও আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। তবে এ সময় মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের নদী অববাহিকায় মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনে সাময়িক বিঘ্ন ঘটতে পারে।
(রেডিও টুডে ১৩৪৫ ঘ. ০৭.০২.২০২৪ আসাদ)

মাদক মামলায় এক পেরুর নাগরিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত

রাজধানীর তেজগাঁও এলাকার ওয়েস্টার্ন হোটেল থেকে তিন কেজি কোকেন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় পেরুর নাগরিক জাগাসেতা আল বারাডো জোয়ানার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দিয়েছেন আদালত। বুধবার ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ শেখ সামিরুল ইসলাম এর আদালত এই রায় ঘোষণা করেন। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় চার আসামীকে খালাস দিয়েছে আদালত। এদিন রায় ঘোষণার আগে পেরুর নাগরিককে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। (রেডিও টুডে ১৩৪৫ ঘ. ০৭.০২.২০২৪ আসাদ)

`৭৫ এর পরে এবারে সবচেয়ে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

পঁচাত্তরের পরে এবারে সবচেয়ে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার গণভবনে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটকেন্দ্রে গেছে এবং ভোট দিয়েছে। তাদের ভোটের অধিকার তারা ফিরে পেয়েছে। সেটা তারা এবার যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছে। এ সময় তিনি আরো বলেন আজকে বিদেশ থেকে পুরনো কাপড় কিনে এনে পরতে হয় না। ভাত ও কাপড়ের ব্যবস্থা যেমন করা হয়েছে তেমনি চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৭.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

পদ্মা সেতুতে টোল আদায়ে দৈনিক গড় আয় ২কোটি ১৮ লাখ টাকা : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন পদ্মা সেতুতে টোল আদায়ে দৈনিক গড় আয় ২ কোটি ১৮ লাখ টাকা। এ সেতু উদ্বোধনের পর থেকে গত ১৯ মাসে মোট টোল আদায় হয়েছে ১২৭০ কোটি ৮১ লাখ টাকা। বুধবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরীর এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে তিনি এই তথ্য জানান। স্পিকার ডক্টর শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৭.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

এখন পর্যন্ত মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মোট ৩২৭ জন সদস্য বাংলাদেশে ঢুকেছেন

অভ্যন্তরীণ সংঘাতের মধ্যে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আরও ৬৩ সদস্য বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছেন। বুধবার বেলা দেড়টার দিকে তাদের নিরস্ত্র করে টেকনাফের হোয়াইকং এলাকায় বিজিবি সীমান্ত ফাঁড়িতে আনা হয়। এর আগে দুপুরে টেকনাফের হোয়াইকং সীমান্ত দিয়ে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। এ নিয়ে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিজিবির মোট ৩২৭ জন সদস্য বাংলাদেশে ঢুকেছেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৭.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

দুই দেশের উন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা প্রয়োজন : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

দিল্লি সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে রাজনৈতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা প্রয়োজন। সফরে সে বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের আমন্ত্রণে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরে ড. হাছান মাহমুদ প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফরে গিয়ে প্রথম দিনে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বৈঠক করেন। সরদার প্যাটেল ভবনে এই বৈঠকে আলোচনা শেষে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর দাহস্থান ও স্মৃতিসৌধ চত্বরে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। বৈঠকের বিষয়ে সাংবাদিকদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন দুই দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির ধারা ধরে রাখতে আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি রক্ষার বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যেই আলোচনা হয়েছে। তিনি আরো বলেন রোহিঙ্গাদের পূর্ণ অধিকারসহ তাদের নিজ দেশে পুনর্বাসন এবং মিয়ানমারের চলমান পরিস্থিতি নিয়েও এতে আলোচনা হয়। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৭.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

দ্বিতীয় দিনের মতো মনোনয়ন ফরম বিক্রি করছে আওয়ামী লীগ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু হয়েছে। আজ বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে দ্বিতীয় দিনের মতো বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ফরম বিক্রি শুরু হয়। এরই মধ্যে দল থেকে জানানো হয়েছে, ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি, প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত দলীয় মনোনয়নের আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে আগ্রহী প্রার্থীদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নির্দিষ্ট বুথ থেকে দলীয় মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ এবং জমা প্রদান করতে হবে। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং তৃতীয় তলায় রংপুর, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচ তলায় জমা নেওয়া হবে সব বিভাগের মনোনয়নপত্র। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষীদের বাংলাদেশে প্রবেশ নিয়ে বিএনপির সন্দেহ

জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরাতে সরকার নানান সময় অপচেষ্টা চালিয়েছে, এমন মন্তব্য করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষীদের বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া নতুন কোনো ষড়যন্ত্র কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে। বুধবার দুপুরে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। গয়েশ্বর রায় বলেন, একদিকে ভারতের সীমান্তে হত্যা, অন্যদিকে মিয়ানমার সীমান্তে সৃষ্ট সংঘাতে বাংলাদেশ এখন ক্রসফায়ারে। ব্যর্থতা দূরে রাখতে সরকার নিজেরাই বাহিরের শক্তিকে নিয়ে কোনো পরিস্থিতি তৈরি করছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন গয়েশ্বর। তিনি বলেন, শুধু ক্ষমতায় থাকতে বারবার দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি এমন অসহনীয় থাকলে দেশের অর্থনৈতিক, কূটনীতিকসহ সব খাতে বিপর্যয় হবে। এর দায় সরকারকে নিতে হবে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

বিএনপি রাজনীতিতে খেই হারিয়ে ফেলছে: নানক

বিএনপি রাজনীতিতে খেই হারিয়ে ফেলছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক। বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঢাকা-১৩ আসনের আদাবর থানার শেখেরটেকে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেছেন। শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক রানা, ৩০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবুলসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এসময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, বিএনপি রাজনীতিতে খেই হারিয়ে ফেলছে। তাদের কাছে আর কোনো রাজনৈতিক ইস্যু

নেই। তাদের জনগণের কাছে তওবা করে আবার বাংলাদেশের রাজনীতিতে আসতে হবে। নানক বলেন, দলটির কাজ সর্বদা ষড়যন্ত্র করা, তাদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করেই ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে দেশের জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। তারা এখন ষড়যন্ত্র করে দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে এরই মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে, এখন তিনি লক্ষ্যস্থির করেছেন স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

আমরা কারও সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চাই না: মিয়ানমার ইস্যুতে কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, মিয়ানমারে চলমান সংঘাত তাদের অভ্যন্তরীণ। আমাদের সঙ্গে এ নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। তবে মিয়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে কিছু থাকলে তাদের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে জানানোর পাশাপাশি বিষয়টি জাতিসংঘের নজরে আনবে বাংলাদেশ। তিনি আজ দুপুরে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যা আন্তর্জাতিকভাবে সমাধানের প্রয়াস চলছে। শুধু মিয়ানমার নয়, আমরা কারও সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চাই না। যে কোনো সমস্যা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে আমাদের সিদ্ধান্ত আছে। বাংলাদেশের সঙ্গে যদি মিয়ানমারের দ্বন্দ্বের কোনো বিষয় আসে তাহলে জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। আন্তর্জাতিক ফোরাম আছে। জাতিসংঘ যেহেতু আছে তাদেরও একটা ভূমিকা থাকবে। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, মিয়ানমার সীমান্তে যা ঘটছে তা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাদের অভ্যন্তরীণ কনফ্লিক্ট সীমান্ত পর্যন্ত গড়াচ্ছে। তাদের গোলা, মর্টার শেল ছিটকে পড়ছে আমাদের এখানে। আমাদের দুজন নাগরিক মারা গেছে। বাংলাদেশের নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠানো হতে পারে। সিদ্ধান্ত হলে জানানো হবে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

সরকারি চাকরিতে শূন্যপদ ৫ লাখ ৩ হাজার

সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদের বিপরীতে ৫ লাখ ৩ হাজার ৩৩৩টি শূন্যপদ রয়েছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দ্বাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে নোয়াখালী-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. মামুনুর রশীদ কিরণের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে তিনি এ কথা জানান। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সংসদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। লিখিত উত্তরে জনপ্রশাসন মন্ত্রী বলেন, `জনপ্রশাসন থেকে সর্বশেষ প্রকাশিত স্ট্যাটিসটিকস অব গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট ২০২২ মোতাবেক সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদের বিপরীতে ৫ লাখ ৩ হাজার ৩৩৩টি শূন্যপদ রয়েছে।, তিনি বলেন, `সরকারের শূন্যপদ পূরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। শূন্যপদসমূহ পূরণে সুনির্দিষ্ট বিধি মোতাবেক পদ পূরণের নিয়মিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে নবম (পূর্বতন প্রথম শ্রেণি) ও ১০ থেকে ১২ গ্রেডের (পূর্বতন দ্বিতীয় শ্রেণি) শূন্যপদে জনবল নিয়োগ করা হয়ে থাকে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

BBC

MACRON LEADS CEREMONY FOR FRENCH VICTIMS OF HAMAS

President Emmanuel Macron has described the 7 October Hamas attacks on Israel as "the largest antisemitic attack of our century ". He was addressing a ceremony for French victims of the attacks in the courtyard of the Invalides military complex in Paris. A total of 42 French and dual French-Istaeli nationals were killed on 7 October, and six were injured. There are still missing, presumed to have been taken hostage by Hamas. Four French hostages were freed during a ceasefire between Israel and Hamas in November.
(BBC Web Page: 07/02/24, FARUK)

HAMAS RESPONDS TO CEASEFIRE DEAL WITH 135-DAY TRUCE PLAN

Hamas has laid out a series of demands, including exchanging hostages for Palestinian prisoners and rebuilding Gaza, in response to an Israel-backed ceasefire proposal. The armed group wants a full withdrawal of Israeli forces and an end to the war after three 45-day truce periods. The offer is likely to be unacceptable to Israel's prime minister, who has called for total victory in Gaza. The question is whether a middle ground can be reached to move the process on. Hamas's response is a counteroffer to a ceasefire proposal backed by Israel and the US and mediated by Qatar and Egypt - details of which have not been made public. (BBC Web Page: 07/02/24, FARUK)

DEADLY BLASTS IN PAKISTAN DAY BEFORE ELECTION

Two bomb explosions have killed at least 22 people in Pakistan's Balochistan province on the eve of general elections, officials say. The first blast killed 14 people in front of an independent candidate's party office in Pishin district. A second explosion left eight people

dead in Qillah Saif Ullah district, about 150km away. Many others were injured in the two blasts. The election has been marred by violence and claims of poll-rigging.
(BBC Web Page: 07/02/24, FARUK)

RUSSIAN AIR STRIKES CLAIM FIVE LIVES IN UKRAINE

Russian missile and drone strikes targeted cities across Ukraine on Wednesday morning, killing at least five people and wounding dozens more, Ukrainian authorities said. Four people were killed when a block of flats was hit in Kyiv's south-western Holosiyvsky district. A man was also killed in the southern city of Mykolaiv. The whole country was put under air alert and attacks were reported as far west as Lviv, near the Polish border.
(BBC Web Page: 07/02/24, FARUK)

WAR-TORN SUDAN HIT BY INTERNET BLACKOUT

Sudan has been plunged into an internet blackout with many blaming the paramilitary group fighting the army in the country's 10-month civil war. The Rapid Support Forces (RSF) has denied responsibility. NetBlocks, a watchdog that monitors internet freedom, said on X (formerly Twitter) there had been a new collapse of internet connectivity in Sudan. It comes as a Sudanese hacktivist group targeted Uganda for welcoming the RSF leader, Mohamed Hamdan Dagalo. (BBC Web Page: 07/02/24, FARUK)

NEARLY 1,50,000 REGISTER TO SERVE IN MOZAMBIQUE ARMY

Almost 1,50,000 people have registered for military service in Mozambique so far this year. They include 96,741 men and 52,481, with the registration process expected to continue until the end of the month. Conscription is compulsory in Mozambique for people between the ages of 18 and 35. People previously served for three years in the army, but this has now been increased to five years. Those who register are called up for service only if they pass fitness and other tests. (BBC Web Page: 07/02/24, FARUK)

CHOLERA OUTBREAK KILLS 14 SOLDIERS IN SOUTH-EAST DR CONGO

At least 14 soldiers have died in the Democratic Republic of Congo and 500 others have been affected by a cholera outbreak in south-eastern Haut-Katanga Province, the army told local media. Gen Eddy Kapend, commander of the 22nd military region, Mura military training centre, confirmed the deaths on Tuesday during a meeting with a delegation from the UN Children's Fund (UNICEF) office in Lubumbashi. He said that the outbreak was caused by unsanitary conditions at the military camp. (BBC Web Page: 07/02/24, FARUK)

NOBODY IS DYING OF HUNGER IN ETHIOPIA: PM

Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has denied that people were dying of hunger in the conflict-hit regions of Tigray and Amhara, which are grappling with a food crisis. "There are no people dying due to hunger in Ethiopia," Mr Abiy told lawmakers on Tuesday. He, however, said that "people may have died" due to illnesses associated with malnutrition. The PM also acknowledged that drought was affecting people in several regions of the country, including Tigray, Amhara and Oromia, but warned that "we must refrain from politicizing this issue". (BBC Web Page: 07/02/24, FARUK)

SYRIA SAYS ISRAEL BOMBED TARGETS IN HOMS AREA

The Syrian army says Israel has struck targets in Homs province, just north of Lebanon, killing or injuring a number of people. Syrian air defences shot down Israeli missiles, Syrian state media say. The attacks targeted Shuyrat air base and other sites near the city of Homs, a Syrian military source was reported as saying by Reuter’s news agency. Since the Gaza war broke out in October, Israeli attacks on Iranian-backed militia targets have escalated. A war monitor, the Syrian Observatory for Human Rights, said four people had been killed in Tuesday evening's attacks. (BBC Web Page: 07/02/24, FARUK)

::THE END::